বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক

প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

আইন বিভাগ।

আলোচ্যসূচি নং- ২২

সার-সংক্ষেপ নং- ১৪০৫/২০২০

পরিচালনা পর্ষদের সভায় উপস্থাপনের জন্য সার-সংক্ষেপ।

বিষয়ঃ জনাব মোঃ খলিলুর রহমান(কে-২৭৫),মুখ্য কর্মকর্তা (অবসরপ্রাপ্ত) বিকেবি, মুখ্য আঞ্চলিক কার্যালয়, শরীয়তপুর এর উপর বিভাগীয় শৃংখলাজনিত মোকদ্দমা নং- ১৬/২০১৭-১৮- এ আরোপিত শাস্তির বিরুদ্ধে দাখিলকৃত আপিল আবেদন পুনরায় উপস্থাপন প্রসঙ্গে।

জনাব মোঃ খলিলুর রহমান(কে-২৭৫),মুখ্য কর্মকর্তা (অবসরপ্রাপ্ত) বিকেবি, মুখ্য আঞ্চলিক কার্যালয়, শরীয়তপুর এর আপীল আবেদন পর্ষদের ২৬-০৮-২০২০ তারিখের ৭৭৩ তম সভায় (আলোচ্যসূচী নং-০৯, সার সংক্ষেপ নং-১২৮৭/২০২০,পরিশিষ্ট 'ক') উপস্থাপন করা হলে বিজ্ঞ পর্ষদ বিষয়টির উপর বিস্তারিত পর্যালোচনাপূর্বক নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত প্রদান করেনঃ

"জনাব মোঃ খলিলুর রহমান(কে-২৭৫), মুখ্য কর্মকর্তা(অবসরপ্রাপ্ত) বিকেবি, মুখ্য আঞ্চলিক কার্যালয়, শরীয়তপুর এর বিরুদ্ধে বিভাগীয় শৃংখলাজনিত মোকদ্দমা নং-১৬/২০১৭-১৮ এ ৪৯ টি ঋণ কেস এর মধ্যে সম্পুর্ণ আদায়ের মাধ্যমে বন্ধকৃত ০৭টি ঋণ কেস ব্যতীত অবশিষ্ট ৪২টি ঋণ কেসের কেস টু কেস ভিত্তিক আদায়ের সর্বশেষ হালনাগাদ তথ্য এবং এতদবিষয়ে বিকেবি, চিকন্দী শাখার বর্তমান ব্যবস্থাপকের মতামতসহ আপিল আবেদনটি পুনরায় পর্ষদ সভায় উপস্থাপন করতে হবে।" (পরিশিষ্ট 'খ')।

০২। উক্ত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে বিকেবি, চিকন্দী শাখা,শরীয়তপুর এর ২৩-০৯-২০২০ ইং তারিখের ঋণ-০১/২০-২১/২৯৯ নম্বর পত্রের মাধ্যমে ঋণ কেসসমূহের হালনাগাদ তথ্যাদি এবং অনাদায়ী ৪২টি ঋণ কেসের আদায়ের সম্ভাবনা সম্পর্কে বর্তমান শাখা ব্যবস্থাপকের মন্তব্যসহ হালনাগাদ তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে (পরিশিষ্ট 'গ')। শাখার তথ্যে-

(ক) ঋণগুলো অনাদায়ী থাকার কারণ হিসেবে- ঋণ পুনঃতফসিল এবং ঋণ পরিশোধে অনাগ্রহ,

(খ) আদায়ের সম্ভাবনা সম্পর্কে- সময় সাপেক্ষ, তাগিদের মাধ্যমে আদায় হতে পারে এবং

(গ) ঋণ আদায়ের জন্য গৃহীত পদক্ষেপ সম্পর্কে- নোটিশ প্রদান, ব্যক্তিগত তাগিদ এবং যোগাযোগ করা হয়েছে মর্মে শাখার প্রতিবেদনে উল্লেখ করেন।

০৩। এমতাবস্থায়, বর্ণিত বিষয়ে ঋণ কেস সমূহের হালনাগাদ তথ্যাদি এবং অনাদায়ী ৪২টি ঋণ কেসের আদায়ের সম্ভাবনা সম্পর্কে বর্তমান শাখা ব্যবস্থাপকের মন্তব্যসহ সংযুক্ত কাগজপত্রাদির আলোকে উক্ত আপিল আবেদনের উপর ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের সদয় সিদ্ধান্ত গ্রহনের জন্য উপস্থাপন করা হলো।

০৪। ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় সার-সংক্ষেপটি দেখেছেন এবং পরিচালনা পর্ষদের সভায় উপস্থাপনের অনুমোদন প্রদান করেছেন।

০৫। প্রত্যয়নঃ- আলোচ্য কার্যপত্রটি ব্যাংকের বিধি বিধান অনুসরণ পূর্বক প্রস্তুত করা হয়েছে এবং বিদ্যমান কোন সার্কুলার / নীতিমালা লংঘন করা হয়নি।

১১/১০/২০২০	১১/১০/২০২০	
(মোহাঃ গোলাম মাহবুব)	(মোঃ আজিজুল বারী)	(শিরীন আখতার)
সহকারী মহাব্যবস্থাপক	মহাব্যবস্থাপক	উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক-২
(বিভাগীয় দায়িত্বে)		

পরিচালনা পর্ষদের ..... তম সভায় উপস্থাপন করা হলো।

১১/১০/২০২০

(কাজী মোহাম্মদ নজরে মঈন)

সচিব (ভারপ্রাপ্ত)

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক

প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

আইন বিভাগ।

আলোচ্যসূচি নং- ০৯

সার-সংক্ষেপ নং- ১২৮৭/২০২০

পরিচালনা পর্ষদের সভায় উপস্থাপনের জন্য সার-সংক্ষেপ।

বিষয়ঃ জনাব মোঃ খলিলুর রহমান (কে-২৭৫), মুখ্য কর্মকর্তা (অবসরপ্রাপ্ত), বিকেবি, মুখ্য আঞ্চলিক কার্যালয়, শরিয়তপুর এর উপর বিভাগীয় শৃংখলাজনিত মোকদ্দমা নং- ১৬/২০১৭-১৮ এ আরোপিত শাস্তির বিরুদ্ধে আপিল আবেদন প্রসঙ্গে।

০১। আপিলকারির তথ্যঃ

(ক)	আপিলকারির নাম ও পদবি	জনাব মোঃ খলিলুর রহমান (কে-২৭৫), মুখ্য কর্মকর্তা (অবসরপ্রাপ্ত)।
(খ)	বর্তমান কর্মস্থল ও পদবি	বিকেবি, মুখ্য আঞ্চলিক কার্যালয়, শরিয়তপুর, মুখ্য কর্মকর্তা (অবসরপ্রাপ্ত)।
(গ)	ঘটনাস্থল ও পদবি	বিকেবি, চিকন্দী শাখা, শরিয়তপুর, ব্যবস্থাপক (মুখ্য কর্মকর্তা)।
(ঘ)	ব্যাংকে যোগদানের তারিখ	১০/১০/১৯৮২ ইং।
(ঙ)	স্বাভাবিক পি আর এল এর তারিখ	১৫/০৪/২০১৮ ইং।

০২। বিভাগীয় শৃংখলাজনিত মামলার তথ্য ঃ

(ক)	মোট অভিযোগের সংখ্যা	০৪ টি।
(খ)	প্রমাণিত অভিযোগের সংখ্যা	০১ টি।
(গ)	প্রমাণিত নয় অভিযোগের সংখ্যা	০৩ টি।

(ঘ) আপিলকারির বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ ও শাস্তি সংক্রান্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ

জনাব মোঃ খলিলুর রহমান (কে-২৭৫), সাবেক ব্যবস্থাপক (মুখ্য কর্মকর্তা) বিকেবি, মুখ্য আঞ্চলিক কার্যালয়, শরিয়তপুর কে একই অঞ্চলাধীন বিকেবি, চিকন্দী শাখায় ব্যবস্থাপক হিসাবে দায়িত্ব পালনকালে সংঘটিত অনিয়মের জন্য তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় শৃংখলাজনিত মোকদ্দমা নম্বর ১৬/১৭-১৮ দায়ের করা হয়। তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনে ০৪টি অভিযোগের মধ্যে ০১টি অভিযোগ প্রমাণিত এবং ০৩টি অভিযোগ প্রমানিত হয়নি। অতঃপর তাকে বিভাগীয় শৃংখলাজনিত মোকদ্দমায় গুরুদন্ড প্রদানে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) চাকুরী প্রবিধানমালা-২০০৮ এর অনুসরণীয় পদ্ধতি মতে ৩১-১২-২০১৮ তারিখে চূড়ান্ত কারণ দর্শানো নোটিশ জারী করা হয়। তার দাখিলকৃত চূড়ান্ত কারণ দর্শানো নোটিশের জবাবে বিবেচনাযোগ্য কোন তথ্য/উপাত্ত না পাওয়ায় শাস্তি প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিগত ৩০-০৫-২০১৯ তারিখের রায়ে দোষী সাব্যস্ত করে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) চাকুরী প্রবিধানমালা ২০০৮ এর ৩৯(১)(খ) (আ) প্রবিধি অনুসারে অভিযুক্ত জনাব মোঃ খলিলুর রহমান এর প্রাপ্য অবসরোত্তর সুবিধাদি হতে ৩০,০০,০০০/-(ত্রিশ লক্ষ) টাকা কর্তন করে বিকেবি, চিকন্দী শাখার আয় খাতে জমা করার আদেশ দেয়া হয়।

(ঙ) প্রমাণিত অভিযোগের সার-সংক্ষেপ ঃ

অভিযোগ নম্বর	বিবরণ
১.	অভিযোগ প্রমানিত নয়।
২.	তিনি ঋণ গ্রহীতাগনকে প্রকৃত ওয়ারিশের চেয়ে কম ওয়ারিশ এবং প্রাপ্যতার চেয়ে বেশী পরিমান জমির মালিকানা দেখিয়ে অনিয়মিত ভাবে ৪৯ জন ঋণ গ্রহীতাকে অধিক নর্মস বিশিষ্ট কলা চাষ খাতে বিধি ভঙ্গ করে ৫৮.৪০ লক্ষ টাকা ঋণ মঞ্জুর ও বিতরন করেছেন। ঋণ গ্রহীতাগন কলা চাষ না করার ফলে ঋণের সদ্ব্যবহার হয়নি। ঋণের টাকা আদায় অনিশ্চিত এবং ব্যাংক আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন। অভিযোগ প্রমানিত।
৩.	অভিযোগ প্রমানিত নয়।
৪.	অভিযোগ প্রমানিত নয়।

০৩। বিভাগীয় শৃংখলাজনিত মামলার রায় ঃ

অভিযুক্ত জনাব মোঃ খলিলুর রহমান (কে-২৭৫), সাবেক ব্যবস্থাপক (মুখ্য কর্মকর্তা), বিকেবি, চিকন্দী শাখা, শরীয়তপুর (বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত) এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ, তার জবাব, তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদন ও আনুষঙ্গিক তথ্যাদি পর্যালোচনা করা হলো। পর্যালোচনান্তে দেখা যায় যে, তার বিরুদ্ধে আনীত ৪টি অভিযোগের মধ্যে তদন্তে ০১টি অভিযোগ (২নং) প্রমানিত হয়েছে এবং ৩টি অভিযোগ (১,৩,ও ৪ নং) প্রমানিত হয়নি। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে প্রমানিত

অভিযোগ হতে দায়িত্ব পালনে অবহেলা, অসদাচরণ, অদক্ষতা ও দূর্নীতিমূলক অপরাধের প্রমান পাওয়া যায় যার জন্য তিনি গুরুদন্ড পাওয়ার যোগ্য। তার বিরুদ্ধে প্রমানিত অভিযোগের জন্য গুরুদন্ড প্রদানের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গ্রহন করে তার বিরুদ্ধে ৩১.১২.২০১৮ খ্রিঃ তারিখে চূড়ান্ত কারণ দর্শানোর নোটিশ জারী করা হয়। তিনি ১৫.০১.২০১৯ খ্রিঃ তারিখে উহার জবাব দাখিল করেন। জবাবে পূর্বের জবাবের অতিরিক্ত গ্রহনযোগ্য কোন তথ্য/ উপাত্ত পাওয়া যায়নি।

এমতাবস্থায়, সার্বিক বিষয়াদি বিচার-বিশ্লেষণ করে অভিযুক্তের দায়িত্ব পালনে অবহেলা, অসদাচরণ অদক্ষতা ও দূর্নীতিমূলক অপরাধের দায়ে তাকে দোষী সাব্যস্ত করতঃ গুরুদন্ড প্রদানের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলো ।

০৪। আরোপিত শাস্তি ঃ

হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট -২ এর ৩০/০৫/২০১৯ ইং তারিখের ৩৭৩৫ নং কর্মী সংক্রান্ত ঘোষনা মূলে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) চাকুরী প্রবিধানমালা ২০০৮ এর ৩৯(১)(খ)(আ) প্রবিধি অনুসারে অভিযুক্ত জনাব মোঃ খলিলুর রহমান এর প্রাপ্য অবসরোত্তর সুবিধাদি হতে ৩০,০০,০০০/-(ত্রিশ লক্ষ) টাকা কর্তন করে বিকেবি, চিকন্দী শাখার আয় খাতে জমা করার আদেশ দেয়া হলো।

০৫। মামলার রিভিউ সংক্রান্ত তথ্যঃ — তিনি রিভিউ আবেদন করেননি।

০৬। আপিল আবেদন ঃ

(ক) ইতোপূর্বে পর্ষদ সভায় উপস্থাপনের তথ্য ঃ — ইতোপূর্বে পর্ষদ সভায় উপস্থাপন করা হয়নি।

(খ) অনুচেছদওয়ারী আপিল পর্যালোচনা ঃ — আপিলকারী তার আপিল আবেদনে অভিযোগওয়ারী যে জবাব প্রদান করেন তা ৫নং কলামে সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হলোঃ

অভিযোগ নম্বর	অভিযোগের বিবরণ	অভিযুক্তের জবাব	তদন্তকারী কর্মকর্তার পর্যবেক্ষণ/ মতামত	সংক্ষেপে আপিলকারির বক্তব্য
১	২	৩	৪	৫
১.	তিনি শরীয়তপুর অঞ্চলাধীন বিকেবি, চিকন্দী শাখায় ব্যবস্থাপক (মুঃকঃ) হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে ঋণ গ্রহীতাগণকে পূর্ব ঋণ পরিশোধের দেয় তারিখ অতিক্রম না করা সত্ত্বেও বেশী পরিমান টাকা প্রদানের উদ্দেশ্যে দেয় তারিখের পূর্বে প্রদত্ত ঋণের টাকা আদায় করে ৩২ জন ঋণ গ্রহীতাকে অধিক নর্মস বিশিষ্ট কলা চাষ খাতে ৩৯.৫৩ লক্ষ টাকা অনিয়মিতভাবে ঋণ মঞ্জুর ও বিতরন করেছেন। ঋণ গ্রহীতাগন কলা চাষ না করার ফলে ঋণের সদ্ব্যবহার হয়নি। ঋণগুলো মেয়াদোত্তীর্ণ	২০০/১২৭নং ঋণ ফলিও ঋণটি তিনি মঞ্জুর ও বিতরন করেননি। তাছাড়া অন্য ৩১টি ঋণ শাখার ২০১৪-২০১৫ইং অর্থ বছরে মূ:আ:ক:(শরীয়তপুর)ওপি-১৫/২০১৪-২০১৫/২৭৫৩(২১) তারিখ ২৩/০৬/১৫ইং মোতাবেক কলা চাষের ঋণ বিতরনের বাজেট বরাদ্দ ৮.১৮(আট কোটি আঠার লক্ষ) মাত্র এবং এ শাখায় আওতাধীন সকল ইউনিয়নে কলা চাষ করা হয় মর্মে শরীয়তপুর সদর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার সার্টিফিকেট মোতাবেক পুনরায় কলা চাষের জন্য ঋণের আবেদন জানালে, সংশ্লিষ্ট মাঠকর্মীর সুপারিশের ভিত্তিতে বাংলাদেশ ব্যাংক এর সংশ্লিষ্ট অর্থ বছরের কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা অনুযায়ী শাখার বাজেট বরাদ্দ থাকা সাপেক্ষে কি পরিমান জমিতে রোপন করা হবে এবং একর প্রতি ঋণের সীমা বিবেচনা করে ঋণগুলো মঞ্জুর ও বিতরন করা হয়। ঋণ গ্রহীতাদের আবেদনের প্রেক্ষিতে ঋণ গুলো পূন:তফশীলকৃত করা	২০০/১২৭নং ঋণ ফলিওর ঋণটির অভিযুক্ত কর্মকর্তা কর্তৃক মঞ্জুর ও বিতরন করা হয়। ঋণের আবেদন ফরম সংযুক্ত। ঋণ গ্রহীতারা তাদের পূর্বের ঋণ পরিশোধ করে পুনরায় কলা চাষের ঋণের আবেদন করলে, কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা অনুযায়ী ঋণ গ্রহীতাদের চাহিদানুযায়ী ব্যবস্থাপক কর্তৃক ঋণ গুলো মঞ্জুর করা হয়। ঋণ বিতরন শাখার বাজেট বরাদ্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। ২০১৪-২০১৫ইং অর্থ বছরের কলা চাষের জন্য বিতরনকৃত ঋণ, সে বছরে কলা চাষ হয়েছিল কিনা তা বর্তমানে যাচাই করা সম্ভব হয়নি। তাছাড়া ৩২টি ঋণের মধ্যে ৫টি ঋণ গত ৩১/০৮/১৬ ইং হিসাব বন্ধ হয়েছে। বাকী গুলোর মধ্যে ৭টি ঋণ হিসাব বাদে সবগুলোতে আংশিক	অভিযোগ প্রমানিত না হওয়ায় আপিলকারীর কোন বক্তব্য নাই।

	হওয়ায় ঋণের টাকা আদায় অনিশ্চিত এবং ব্যাংক আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন।	হয়েছে।	আদায় আছে। ঋণগুলো পুনঃতফশীলকৃত। ৩২টি ঋণের হালনাগাদ তথ্যাদি রয়েছে। অভিযোগ প্রমানিত নয়।	
২.	তিনি ঋণ গ্রহীতাগনকে প্রকৃত ওয়ারিশের চেয়ে কম ওয়ারিশ এবং প্রাপ্যতার চেয়ে বেশী পরিমান জমির মালিকানা দেখিয়ে অনিয়মিত ভাবে ৪৯ জন ঋণ গ্রহীতাকে অধিক নর্মস বিশিষ্ট কলা চাষ খাতে বিধি ভঙ্গ করে ৫৮.৪০ লক্ষ টাকা ঋণ মঞ্জুর ও বিতরন করেছেন। ঋণ গ্রহীতাগন কলা চাষ না করার ফলে ঋণের সদ্ব্যবহার হয়নি। ঋণের টাকা আদায় অনিশ্চিত এবং ব্যাংক আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন।	প্রকৃত ওয়ারিশদের চেয়ে কম ওয়ারিশ দেখিয়ে ঋণ মঞ্জুর ও বিতরন করা হয়েছে। এ অভিযোগের প্রেক্ষিতে তিনি জানিয়েছেন যে, সংশ্লিষ্ট মাঠকর্মী স্থানীয় চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রদত্ত ওয়ারিশ সার্টিফিকেট সরেজমিনে তদন্ত করে ওয়ারিশদের সঠিকতা যাচাই করে সঠিক আছে মর্মে মাঠকর্মী কর্তৃক স্বাক্ষর করেছেন। ঋণ মঞ্জুরীর পূর্বে সংশ্লিষ্ট ঋণ গ্রহীতাদের জিজ্ঞাসা করে দেখেছিলেন মাঠকর্মী কর্তৃক যাচাইকৃত ও স্বাক্ষরিত ওয়ারিশ তালিকার সাথে ঋণগ্রহীতার কথার মিল আছে। ঋণগ্রহিতাগন ২/৩ বারের বেশি ঋণ নিয়ে পরিশোধ করেছেন। পূর্বের ঋণ পরিশোধ করে পুনরায় ঋণের জন্য আবেদন করায় মাঠকর্মীর সুপারিশের ভিত্তিতে বাংলাদেশ ব্যাংক এর সংশ্লিষ্ঠ অর্থ বৎসরের কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা অনুযায়ী শাখার বাজেট থাকা সাপেক্ষে, কি পরিমান জমিতে রোপন করা হবে এবং একর প্রতি ঋণের সীমা বিবেচনা করে ঋণ মঞ্জুর ও বিতরন করা হয়।	অভিযুক্ত কর্মকর্তা, উপস্থাপনকারী কর্মকর্তাসহ ৪৯ জন ঋণ গ্রহীতার মধ্যে পরীক্ষামূলক ভাবে ১৭ জন ঋণ গ্রহীতার ওয়ারিশ সনদ সরজমিনে যাচাই করে দেখা গেল যে, ঋণ মঞ্জুর কালে প্রকৃত ওয়ারিশদের চেয়ে কম ওয়ারিশ এবং প্রাপ্যতার চেয়ে বেশী পরিমান জমির মালিকানা দেখিয়ে ঋণ মঞ্জুরীরর সুপারিশ করা হয়েছে। যাচাই কৃত ওয়ারিশ এর তালিকা দেখানো হয়েছে। তবে ঋণ নথি গুলোতে রক্ষিত স্থানীয় চেয়ারম্যান প্রদত্ত ওয়ারিশ সনদপত্রে সংশ্লিষ্ঠ সুপারিশ কারী কর্মকর্তার সুপারিশ পরিলক্ষিত হয়। ৪৯ জন ঋণ গ্রহীতার হালনাগাদ তালিকা সংযুক্ত। অভিযোগ প্রমানিত।	আপিলকারী ২ নং অভিযোগের জবাবে উল্লেখ করেন যে, তিনি শাখা ব্যবস্থাপক হিসাবে নীতিমালা অনুসরন করে বাজেট বরাদ্দ অনুযায়ী ঋণ বিতরন করেছেন। শাখার ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে শস্যখাতে লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১১৮০.০০(লক্ষ), বিতরন করেছেন ১১৫৪.৯৬ (লক্ষ), শাখার সকল খাতের ঋণ বিতরনের মোট লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১৬০৪.০০ (লক্ষ), বিতরন করেছেন ১৫১৬.৬৯ (লক্ষ), অর্জন ৯৫%। শাখার ঋণ আদায়ের মোট লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১২৬৪.০০ (লক্ষ), ঋণ আদায় করেছেন ১২৭৩.১২(লক্ষ), অর্জন ১০১%। কাজেই এক্ষেত্রে তিনি দায়িত্ব পালনে কোন অবহেলা করেননি এবং শাখার বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য কাজ করে কোন অসদাচরন করেননি মর্মে জানান। আরও উল্লেখ করেন, তিনি দক্ষতার সাথে বাংলাদেশ ব্যাংকের এসিএফ আইডি সার্কুলার নং ০১ তাং ২১ জুলাই ২০১৪ এর কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালার নির্দেশনা অনুযায়ী সরাসরি কৃষি কাজের সাথে যুক্ত প্রকৃত কৃষকদের ঋণ বিতরণ করেছেন, উক্ত নির্দেশনা অনুযায়ী জামানত হিসাবে ফসল বন্ধক রেখে ঋণ বিতরন করেছেন,প্রান্তিক ক্ষুদ্র কৃষক ও বর্গাচাষীদের অত্যন্ত দক্ষতার সাথে ঋণ বিতরন করেছেন, যেহেতু তিনি কোন ভূয়া ঋণ মঞ্জুর বা বিতরন করেননি, ঋণ গ্রহীতাগন অত্র শাখায় পুরাতন গ্রাহক, পূর্বে ২/৩ বার কেউ কেউ আরও বেশী বার ঋণ নিয়ে পরিশোধ করে পুনরায় ঋনের আবেদন করেন। পুনরায় ঋনের জন্য আবেদন করায় মাঠকর্মীর সুপারিশের ভিত্তিতে বাংলাদেশ ব্যাংক এর সংশ্লিষ্ট অর্থ

				বছরের কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা অনুযায়ী শাখার বাজেট থাকা সাপেক্ষে, কি পরিমান জমিতে রোপন করা হবে এবং একর প্রতি ঋনের সীমা বিবেচনা করে ঋণ মঞ্জুর ও বিতরন করেছেন। কাজেই এ সকল ঋণ গ্রহীতাদের ঋণ মঞ্জুর ও বিতরন করে তিনি কোন অদক্ষতার কাজ করেননি এবং কোন প্রকার দূর্নীতি করেননি, এমনকি তার বিরুদ্ধে কোন ঋন গ্রহীতা কখনই কোন প্রকার দূর্নীতির অভিযোগ উত্থাপন করেননি। তিনি আরও উল্লেখ করেন ২০১৪-১৫ অর্থ বৎসরে শাখার মাঠকর্মী ছিল তিন জন। পরবর্তীতে ২০১৫-১৬ এবং ২০১৬-১৭ অর্থ বৎসরে শাখার মাঠকর্মী ছিল একজন ফলে নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষে ঋনের তাগিদ প্রদান বা আদায় করা সম্ভব হয়নি। ফলে প্রাকৃতিক দূর্যোগের কারনে কৃষকদের আবেদনের প্রেক্ষিতে ঋণগুলি পুন:তফসিলি করন করায় আংশিক আদায় বিলম্বিত হয়েছে । এরপরেও কিছু ঋণ সম্পূর্ণ আদায় হয়েছে অবশিষ্ট ঋণগুলি পুন:তফসিলি করন করায় আংশিক আদায় অব্যাহত আছে। উক্ত আপিল আবেদন সদয় বিবেচনা পূর্বক ন্যায় বিচারের স্বার্থে তার বিরুদ্ধে প্রদত্ত গুরু দন্ড প্রদানের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত পূন:বিবেচনা করে অব্যাহতি প্রার্থনা করেছেন।
৩.	তিনি ২৪৫ জন ঋণ গ্রহীতাকে অধিক নর্মস বিশিষ্ট কলা চাষ দেখিয়ে অনিয়মিতভাবে ৩০০.৪৪ লক্ষ টাকা ঋণ মঞ্জুর ও বিতরন করেছেন। ঋণ গ্রহীতাগন কলা চাষ না করার ফলে ঋণের সদ্ব্যবহার হয়নি। ঋণগুলো মেয়াদোত্তীর্ণ হয়ে অনাদায়ী থাকায় ব্যাংক আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন।	ঋণ গ্রহিতাগণ অত্র শাখার পুরাতন গ্রাহক। পূর্বে ২/৩ বার বা কেউ কেউ বেশি বার ঋণ নিয়ে পরিশোধ করে, পুনরায় ঋণের জন্য আবেদন করায় মাঠকর্মীর সুপারিশের ভিত্তিতে বাংলাদেশ ব্যাংক এর সংশ্লিষ্ট অর্থ বৎসরের কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা অনুযায়ী শাখার বাজেট থাকা সাপেক্ষে, কি পরিমাণ জমিতে রোপন করা হবে এবং একর প্রতি ঋণের সীমা বিবেচনা করে ঋণ মঞ্জুর ও বিতরন করা হয়।	অভিযুক্ত কর্মকর্তা, উপস্থাপনকারী কর্মকর্তাসহ এলাকা পরিদর্শনে গিয়ে দেখা যায় যে, ব্যাপকভাবে কলা চাষ না হলেও বেশ কিছু মাঠে কলা চাষ হয়। এই বিষয়ে শরীয়তপুর সদর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা প্রত্যয়নপত্র প্রদান করেছেন। সংশ্লিষ্ঠ ঋণ গ্রহীতা তাদের পূর্বের ঋণ পরিশোধ করে বর্ণিত কলা চাষের ঋণের আবেদন করলে ব্যবস্থাপক সেগুলো মঞ্জুর করেন। ২৪৫টি ঋণের মধ্যে ৮৪ টি বাদে বাকীগুলোতে আংশিক	অভিযোগ প্রমানিত না হওয়ায় আপিলকারীর কোন বক্তব্য নাই।

			আদায় আছে। ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে প্রদানকৃত কলা চাষের ঋণ, সে বছরে কলা চাষ হয়েছিল কিনা তা বর্তমানে যাচাই করা সম্ভব হয়নি। ২৪৫ টি ঋণের হালনাগাদ তথ্য প্রেরণ করেছেন। অভিযোগ প্রমানিত নয়।	
৪.	তিনি ঋণ গ্রহীতার ঋণের টাকা পরিশোধের ক্ষমতা বিবেচনা না করে ১২ জন ঋণ গ্রহীতাকে কোন চাষযোগ্য জমি না থাকা সত্ত্বেও বিধিভঙ্গ করে কলা চাষ খাতে ১৩.৫৫ লক্ষ টাকা ঋণ মঞ্জুর ও বিতরন করেছেন। ঋণ গ্রহীতাগন কলা চাষ না করার ফলে ঋণের সদ্ব্যবহার হয়নি। ঋণের টাকা আদায় অনিশ্চিত এবং ব্যাংক আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন।	এই কৃষকগণ বর্গা চাষী। এরা অন্যের জমি চাষ করেন, ঋণ গ্রহিতাগণ অত্র শাখার পুরাতন গ্রাহক। পূর্বে ১/২ বার বা কেউ কেউ বেশি বার ঋণ নিয়ে পরিশোধ করে, পুনরায় ঋণের জন্য আবেদন করায় মাঠকর্মীর সুপারিশের ভিত্তিতে বাংলাদেশ ব্যাংক এর সংশ্লিষ্ট অর্থ বৎসরের কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা অনুযায়ী শাখার বাজেট থাকা সাপেক্ষে, কি পরিমান জমিতে রোপন করা হবে এবং একর প্রতি ঋণের সীমা বিবেচনা করে ঋণ মঞ্জুর ও বিতরন করা হয়।	সবগুলো ঋণ কেসই বর্গাচাষী হিসেবে, কলা চাষের ঋণ মঞ্জুর ও বিতরন করা হয়। তাছাড়া ২০১৪-২০১৫ইং অর্থ বছরে কলা চাষে বিতরনকৃত ঋণ সেই বছরে কলা হয়েছিল কিনা তা বর্তমানে যাচাই করা সম্ভব হয়নি। তবে ১২টির মধ্যে ৭টি ঋণ কেসে আংশিক আদায় দেখা যায়। ঋণ গুলো পুন:তফশীলকৃত। ১২টি ঋণ গ্রহীতার হালনাগাদ তথ্য প্রেরণ করেছেন। অভিযোগ প্রমানিত নয়।	অভিযোগ প্রমানিত না হওয়ায় আপিলকারীর কোন বক্তব্য নাই।

পরিশেষে, আপিলকারি তার আপিল আবেদনে উল্লেখ করেন, তিনি ৩৬ বছর বিকেবিতে সততা ও নিষ্ঠার সাথে চাকুরী করেছেন। বৃদ্ধকালে খাওয়া থাকা ও বর্তমানে বার্ধ্যক্যজনিত বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত থাকায় চিকিৎসার জন্য জরুরী ভিত্তিতে নগদ অর্থের প্রয়োজন হওয়ায় মানবিক দিক বিবেচনায় গুরুদন্ড মওকুফ করে বাঁচার সুযোগ দিয়ে বাধিত করিবেন মর্মে নিবেদন করেন।

০৭। অভিযোগের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের শাস্তির বিবরণ ঃ ০১ জন। অভিযোগের সংখ্যা ও শাস্তির বিবরণ নিম্নে দেখানো হলোঃ-

ক্রমিক নং	জড়িত কর্মকর্তা/ কর্মচারীর নাম, পদবী ও সূচক সংখ্যা	আনীত অভিযোগের সংখ্যা	প্রমাণিত অভিযোগের সংখ্যা	আংশিক প্রমাণিত অভিযোগের সংখ্যা	প্রমাণিত নহে অভিযোগের সংখ্যা	শাস্তির বিবরণ	মন্তব্য
১.	জনাব মো: জিল্লুর রহমান কর্মকর্তা (জেড-৪৭০)	০৩	০১	-	০২	সর্তক করে অব্যাহতি প্রদান।	

১৭৪
৪০২

০৮। অন্যান্য প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি ঃ

(ক) ইতোপূর্বে শাস্তি হয়ে থাকলে তার তথ্য ঃ নাই

(খ) শাখা হতে প্রাপ্ত ঋণ আদায়ের সর্বশেষ তথ্যঃ

ছক-ক

(লক্ষ টাকায়)

ঋণ বিতরণের পরিমাণ		হিসাব বন্ধের মাধ্যমে আদায়		আংশিক আদায়		মোট আদায় (পরিমাণ) ৩০/০৬/২০২০	মোটেও আদায় নেই এমন ঋণ		৩০/০৬/২০২০ তারিখ ভিত্তিক অনাদায়ী ঋণ স্থিতি		শাস্তির আদেশ জারীর তারিখ হতে (৩০/০৬/২০২০ ইং তারিখ ভিত্তিক)
সংখ্যা	পরিমাণ	সংখ্যা	পরিমাণ	সংখ্যা	পরিমাণ		সংখ্যা	পরিমাণ	সংখ্যা	পরিমাণ	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
৪৯	৫৮.৪০	০৭	১১.৫৬	৪২	২.০০	১৩.৫৬	-	-	৪২	৭৯.৮৬	১.৯৪

০৮। এমতাবস্থায়, বর্ণিত তথ্যাদি এবং সংযুক্ত কাগজপত্রাদির আলোকে উক্ত আপিল আবেদনের উপর ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ সদয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন।

০৯। ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় সার-সংক্ষেপটি দেখেছেন এবং পরিচালনা পর্ষদের সভায় উপস্থাপনের অনুমোদন প্রদান করেছেন।

১০। প্রত্যয়ন:- আলোচ্য কার্যপত্রটি ব্যাংকের বিধি বিধান অনুসরণ পূর্বক প্রস্তুত করা হয়েছে এবং বিদ্যমান কোন সার্কুলার/ নীতিমালা লংঘন করা হয়নি।

২৪/০৮/২০২০
(মোহাঃ গোলাম মাহবুব)
সহকারী মহাব্যবস্থাপক
(বিভাগীয় দায়িত্বে)

২৪/০৮/২০২০
(মোঃ আজিজুল বারী)
মহাব্যবস্থাপক

২৪/৮/২০২০
(মোঃ কাইসুল হক)
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক-৩

পরিচালনা পর্ষদের ..... তম সভায় উপস্থাপন করা হলো।

২৪/০৮/২০২০
(কাজী মোহাম্মদ নজরে মঈন)
সচিব (দায়িত্বে)

E:\Law\Farmina\Appeal 19-20\Appeal-08\Khalilur Rahman.doc

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক

প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

আইন বিভাগ।

প্রাসঙ্গিক তথ্যাদির সার-সংক্ষেপ

০১। (ক)	আপিলকারির নাম ও পদবি	ঃ	জনাব মোঃ খলিলুর রহমান (কে-২৭৫) , মুখ্য কর্মকর্তা (অবসরপ্রাপ্ত)।
(খ)	বর্তমান কর্মস্থল ও পদবি	ঃ	বিকেবি, মুখ্য আঞ্চলিক কার্যালয়, শরীয়তপুর, মুখ্য কর্মকর্তা (অবসরপ্রাপ্ত)।
(গ)	ঘটনাস্থল ও পদবি	ঃ	বিকেবি, চিকন্দী শাখা, শরীয়তপুর, ব্যবস্থাপক (মুখ্য কর্মকর্তা) ।
০২।	শিক্ষাগত যোগ্যতা	ঃ	বি এ।
০৩।	চাকুরীতে যোগদানের তারিখ ও পদবি	ঃ	১০-১০-১৯৮২, মুদ্রাক্ষরিক।
০৪।	জন্ম তারিখ	ঃ	১৫-০৪-১৯৫৯ ।
০৫।	স্বাভাবিক পি আর এল শুরুর তারিখ	ঃ	১৫-০৪-২০১৮ ।
০৬।	বর্তমান পদে পদোন্নতির তারিখ	ঃ	০৯-১০-২০১৪ ।
০৭।	অভিযোগ ইস্যুর তারিখ	ঃ	২০-১২-২০১৭ ।
০৮।	আরোপিত শাস্তি	ঃ	হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট -২ এর ৩০/০৫/২০১৯ ইং তারিখের ৩৭৩৫ নং কর্মী সংক্রান্ত ঘোষনা মূলে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) চাকুরী প্রবিধানমালা ২০০৮ এর ৩৯(১)(খ)(আ) প্রবিধি অনুসারে অভিযুক্ত জনাব মোঃ খলিলুর রহমান এর প্রাপ্য অবসরোত্তর সুবিধাদি হতে ৩০,০০,০০০/-(ত্রিশ লক্ষ) টাকা কর্তন করে বিকেবি, চিকন্দী শাখার আয় খাতে জমা করার আদেশ দেয়া হলো।
০৯।	শাস্তির আদেশ জারির তারিখ	ঃ	৩০-০৫-২০১৯।
১০।	শাস্তির আদেশ প্রাপ্তির তারিখ	ঃ	১৮-০৬-২০১৯।
১১।	আপিল আবেদনের তারিখ	ঃ	০১-০৯-২০১৯।
১২।	ঋণ আদায়ের তথ্য	ঃ	সংযোজনী পৃঃ ০১ ।
১৩।	আপিল আবেদন	ঃ	সংযোজনী পৃঃ ০২-০৩ পর্যন্ত।
১৪।	অভিযোগের বিবরণ, অভিযুক্তের জবাব, তদন্ত বোর্ডের মতামত	ঃ	সংযোজনী পৃঃ ০৪-০৭ পর্যন্ত।
১৫।	শাস্তির আদেশ	ঃ	সংযোজনী পৃঃ ০৮।
১৬।	জড়িত কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের শাস্তির বিবরণ	ঃ	সংযোজনী পৃঃ ০৯।
১৭।	আইন উপদেষ্টার মতামত	ঃ	সংযোজনী পৃঃ ১০।
১৮।	পূর্বে কোন শাস্তি আরোপ করা হইয়া থাকিলে উহার বিবরণ	ঃ	নাই।

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক

চিকন্দি শাখা, শরিয়তপুর

সূত্র নং প্রশা-১/২০-২১/১৩৪ তারিখঃ ১৩/০৮/২০২০

উপ মহাব্যবস্থাপক
আইন বিভাগ
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

বিষয়ঃ জনাব মোঃ খলিলুর রহমান, মুখ্য কর্মকর্তা (অবসরপ্রাপ্ত) এর আপীল আবেদন প্রক্রিয়াকরণের জন্য তথ্য প্রেরণ প্রসঙ্গে।

প্রিয় মহোদয়,

শিরোনামে বর্ণিত বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো।

০২। জনাব মোঃ খলিলুর রহমান (কে-২৭৫), মুখ্য কর্মকর্তা (অবসরপ্রাপ্ত), বিকেবি, চিকন্দী শাখা, শরীয়তপুর বর্তমানে বিকেবি, মুখ্য আঞ্চলিক কার্যালয়, শরীয়তপুর এর আপীল আবেদন প্রক্রিয়াকরণের নিমিত্তে তার বিভাগীয় শৃংক্ষলাজনিত মোকদ্দমা নং- ১৬/২০১৭-১৮ এর সাথে জড়িত ঋণ আদায় সংক্রান্ত তথ্য নিম্নোক্ত ছক-ক মোতাবেক (৩০/০৬/২০২০ ভিত্তিক হালনাগাদ) তথ্য প্রেরণ করা হলো।

ছক-ক

অভিযোগ সংশ্লিষ্ট ঋণ আদায়ের তথ্য (লক্ষ টাকায়)

ঋণ বিতরণের পরিমাণ		হিসাব বন্ধের মাধ্যমে সম্পূর্ণ আদায়		আংশিক আদায়		মোট ঋণ আদায় (৩০/০৬/২০২০ তারিখ ভিত্তিক)	মোটেও আদায় নেই এমন ঋণ		৩০/০৬/২০২০ তারিখ ভিত্তিক অনাদায়ী ঋণ স্থিতি (হালনাগাদ)		শাস্তির আদেশ জারির তারিখ হতে ঋণ আদায় (৩০/০৬/২০২০ তারিখ ভিত্তিক)
সংখ্যা	পরিমাণ	সংখ্যা	পরিমাণ	সংখ্যা	পরিমাণ		সংখ্যা	পরিমাণ	সংখ্যা	পরিমাণ	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
৪৯	৫৮.৪০	০৭	১১.৫৬	৪২	২.০০	১৩.৫৬	-	-	৪২	৭৯.৮৬	১.৯৪

আপনার বিশ্বস্ত,

১৩/০৮/২০২০

মোঃ নজরুল ইসলাম
ব্যবস্থাপক (মুখ্য কর্মকর্তা)
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক
চিকন্দী শাখা।

মাননীয়,
চেয়ারম্যান মহোদয়,
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, পরিচালনা পর্ষদ
প্রধান কার্যালয়,
৮৩-৮৫ মতিঝিল বা/এ ঢাকা-১০০০

মাধ্যমঃ যথাযথ কর্তৃপক্ষ

বিষয়ঃ শৃঙ্খলা জনিত মোকদ্দমা নং ১৬/১৭-১৮ এর ৩১-১২-২০১৮ ইং তারিখের চূড়ান্ত কারণ দর্শানোর প্রেক্ষিতে ১৫-০১-২০১৯ ইং তারিখে জবাবের প্রেক্ষিতে কর্মী সংক্রান্ত ঘোষনার পত্র নং প্রকাঃ এইচআরএমডি ৩ঃ০১ঃ৩৪৫৮ (২০১৭-২০১৮)/২০১৮-২০১৯/৩৭৩৫ তারিখ ৩০-০৫-২০১৯ ইং মোতাবেক প্রদত্ত গুরু দন্ড পূণঃ বিবেচনা পূর্বক গুরু দন্ড হইতে অব্যাহতি চেয়ে আপীল আবেদন।

প্রিয় মহোদয়,

বিনীত নিবেদন এই যে, আমি মোঃ খলিলুর রহমান (মূখ্য কর্মকর্তা) তঃতঃ সূচক নং কে - ২৭৫ প্রাক্তন ব্যবস্থাপক বিকেবি চিকন্দি শাখা ,আমার পিআরএল ভোগের মেয়াদ ছিল ১২-০৪-২০১৯ ইং পর্যন্ত।

১১-০১-২০১৮ ইং তারিখে শৃঙ্খলা জনিত মোকদ্দমা নং ১৬/১৭-১৮ এর প্রেক্ষিতে মহোদয় সমীপে অবগতির জন্য অনুচ্ছেদ/ অভিযোগনামার ফলিও ওয়ারী জবাব আপনার সদয় বিবেচনার জন্য দাখিল করেছি।

মহোদয় উক্ত জবাবের প্রেক্ষিতে তদন্ত কর্মকর্তার তদন্ত প্রতিবেদন পরবর্তী আমাকে গুরুদন্ডে দন্ডিত করার পূর্বে কারণ দর্শানোর জন্য সুযোগ দেওয়ায় আমি ১৫-০১-২০১৯ ইং তারিখে জবাব দাখিল করেছি।

উক্ত জবাবের প্রেক্ষিতে হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট - ৩ এর কর্মী সংক্রান্ত ঘোষনার পত্র নং প্রকাঃ এইচআরএমডি ৩ঃ০১ঃ৩৪৫৮ (২০১৭-২০১৮)/২০১৮-২০১৯/৩৭৩৫ তারিখ ৩০-০৫-২০১৯ ইং মোতাবেক প্রদত্ত গুরু দন্ড প্রদানের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহন করে আমার অবসরোত্তর সুবিধাদি হইতে ৩০,০০,০০০/(ত্রিশ লক্ষ) টাকা কর্তন করে বিকেবি চিকন্দি শাখার আয় খাতে জমা করার আদেশ দেওয়া হয়েছে।

মহোদয়, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) চাকুরী প্রবিধানমালা ২০০৮ এর ৩৯(১) (খ) (আ) ধারায় আমি নিম্নবর্ণিত কারণে অভিযুক্ত নহি।

১। ২০১৩-২০১৪ অর্থ বৎসরের ঋণ বিতরণের অনিয়মের অভিযোগের ভিত্তিতে গুরু দন্ড প্রদান করা হয়েছে,অথচ আমি ১২-০৪-২০১৮ ইং পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা অনুযায়ী বিকেবি চিকন্দি শাখায় সুনামের সহিত ব্যবস্থাপকের দায়িত্ব পালন করেছি।

২। আমার বিরুদ্ধে উর্ধ্বতন কর্মকর্তার আইনসম্মত নির্দেশ অমান্য করার কোন অভিযোগ নাই।

৩। আমার বিরুদ্ধে কর্তব্যকর্মে অবহেলার কোন অভিযোগ নাই।

৪। আমার বিরুদ্ধে আইনসঙ্গত কারণ ব্যতিরেকে কোন আদেশ, বিজ্ঞপ্তি ও নির্দেশ পত্রের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করার কোন অভিযোগ নাই।

৫। কোন কর্মচারীর বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষের কাছে অসৌজন্যমূলক, বিভ্রান্তিকর, ভিত্তিহীন অভিযোগ পেশ করার কোন অভিযোগ নাই।

৬। আমি কোন ভুয়া ঋণ মঞ্জুর বা বিতরণ করি নাই।

কাজেই মহোদয়, গুরু দন্ড আরোপের ভিত্তি অযোগ্যতা, অসদাচরণ,ইচ্ছাকৃত অনুপস্থিতি, দুর্নিতি ও শৃঙ্খলা বিরোধী কোন কার্যক্রম আমার দ্বারা সংঘটিত হয় নাই।

চলমান পাতা ০২

মহোদয় একজন শাখা ব্যবস্থাপক হিসাবে আমি ব্যাংকের নিম্ন বর্ণিত নীতিমালা অনুসরন করেছি।

ডিএমডি -১/এমপিডি/ পরিপত্র নং ০১/২০১৫ তারিখ ০৩-০৩-২০১৫ মোতাবেক বিভিন্ন কার্যালয়ের কার্যাবলী বইয়ের ৮৬ পৃষ্ঠার ৪ ক্রমের ঋণ প্রদানের নির্দেশনা মোতাবেক শাখার বার্ষিক বাজেট বরাদ্দ অনুযায়ী ঋন বিতরন করেছি, উল্লেখ্য যে, শাখার ২০১৪-২০১৫ অর্থ বৎসরে শষ্য খাতে লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১১৮০.০০ (লক্ষ), বিতরণ করেছি ১১৫৪.৯৬ (লক্ষ), শাখার সকল খাতের ঋণ বিতরণের মোট লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১৬০৪.০০ (লক্ষ), বিতরণ করেছি ১৫১৬.৬৯ (লক্ষ), অর্জন ৯৫%। শাখার ঋণ আদায়ের মোট লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১২৬৪.০০.০০ (লক্ষ), ঋণ আদায় করেছি ১২৭৩.১২ (লক্ষ), অর্জন ১০১% । কাজেই এক্ষেত্রে দায়িত্ব পালনে কোন অবহেলা করি নাই এবং শাখার বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য কাজ করে কোন অসদাচরণ করি নাই।

মহোদয়, আমি দক্ষতার সহিত বাংলাদেশ ব্যাংকের এসিএফ আইডি সার্কুলার নং ০১ তাং ২১ জুলাই ২০১৪ এর কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালার ৫.০২ এর নির্দেশনা অনুযায়ী সরাসরি কৃষি কাজের সাথে যুক্ত প্রকৃত কৃষকদের ঋণ বিতরন করেছি,উক্ত সার্কুলারের ৫.০৮ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী জামানত হিসাবে ফসল বন্ধক রেখে ঋণ বিতরণ করেছি, উক্ত সার্কুলারের ৬.১৪.৬ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রান্তিক ক্ষুদ্র কৃষক ও বর্গাচাষীদের অত্যান্ত দক্ষতার সহিত ঋণ বিতরণ করেছি, যেহেতু আমি কোন ভুয়া ঋণ মঞ্জুর বা বিতরণ করি নাই, ঋন গ্রহীতাগন অত্র শাখার পুরাতন গ্রাহক পূর্বে ২/৩ বার বা কেউ কেউ আরও বেশী বার ঋন নিয়ে পরিশোধ করে পুনরায় ঋনের আবেদন করে। পুনরায় ঋণের জন্য আবেদন করায় মাঠকর্মীর সুপারিশের ভিত্তিতে বাংলাদেশ ব্যাংক এর সংশ্লিষ্ঠ অর্থ বৎসরের কৃষি ও পল্লী ঋন নীতিমালা অনুযায়ী শাখার বাজেট থাকা সাপেক্ষে, কি পরিমান জমিতে রোপন করা হবে এবং একর প্রতি ঋণের সীমা বিবেচনা করে ঋণ মঞ্জুর ও বিতরন করেছি। কাজেই এ সকল ঋণ গ্রহীতাদের ঋণ মঞ্জুর ও বিতরণ করে আমি কোন অদক্ষতার কাজ করি নাই, এবং কোন প্রকার দুর্নীতি করি নাই, এমনকি আমার বিরুদ্ধে কোন ঋণ গ্রহীতা কখনোই কোন প্রকার দূর্নীতির অভিযোগ উত্থাপন করেন নাই।

মহোদয়, ঋণ আদায়ের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের এসিএফ আইডি সার্কুলার নং ০১ তাং ২১ জুলাই ২০১৪ এর কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালার ৫.২১ এর নির্দেশনা অনুযায়ী শাখার প্রয়োজনীয় মাঠকর্মী নিয়োগ দেওয়া হয় নাই। ২০১৪-২০১৫ অর্থ বৎসরে শাখার মাঠকর্মী ছিল ০৩ জন। পরবর্তীতে ২০১৫-২০১৬ এবং ২০১৬-২০১৭ অর্থ বৎসরে শাখার মাঠকর্মী ছিল ০১ জন ফলে নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষে ঋণের তাগিদ প্রদান বা আদায় করা সম্ভব হয় নাই। ফলে প্রাকৃতিক দূর্যোগের কারনে কৃষকদের আবেদনের প্রেক্ষিতে পত্রনং প্রকা/ক্রেঃবিঃ-১/ঋণ নীতি ৩(৭)/২০১৭--২০১৮/১৬০ তাং ২৪-০৯-২০১৭ ইং মোতাবেক ঋণগুলি পুনঃতফসিলি করন করায় ঋণ আদায় বিলম্বিত হচ্ছে। এর পরেও কিছু ঋণ সম্পূর্ণ আদায় হয়েছে অবশিষ্ট ঋণগুলি পুনঃতফসিলি করন করায় আংশিক আদায় অব্যাহত আছে। মহোদয় , এই একই মামলায় ঋণ সুপারিশকারী মাঠকর্মী জনাব জিল্লুর রহমান, কর্মকর্তা কে কর্মী সংক্রান্ত ঘোষনার পত্র নং প্রকাঃ এইচআরএমডি ৩৪১৩৪৫৮(১৭-১৮)/২০১৮-২০১৯/১৯৩৬(১০) তারিখ ৩১-১২-২০১৮ইং মোতাবেক কঠোর ভাবে সতর্ক করে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে।

কাজেই মহোদয়, সমীপে বিনীত আবেদন আমার উপরোক্ত আপীল আবেদন সদয় বিবেচনা পূর্বক ন্যায় বিচারের স্বার্থে আমার বিরুদ্ধে প্রদত্ত গুরু দন্ড প্রদানের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত পূণঃ বিবেচনা করে অব্যাহতি প্রার্থণা করছি।

মহোদয়, প্রায় ৩৬ বৎসর বিকেবিতে সততা ও নিষ্ঠার সহিত চাকুরী করেছি।

অতএব মহোদয়, বৃদ্ধকালে খাওয়া-থাকা ও বর্তমানে বার্ধ্যক্য জনিত বিভিন্ন রোগের আক্রান্ত থাকায় চিকিৎসার জন্য জরুরী ভিত্তিতে নগদ অর্থের প্রয়োজন হওয়ায় মানবিক দিক বিবেচনা গুরু দন্ড মওকুফ করে বাঁচার সুযোগ দিয়ে বাধিত করিবেন।

আপনার বিশ্বস্ত

(মোঃ খলিলুর রহমান) ভঃতঃ সূচক নং কে- ২৭৫
(সাবেক মুখ্য কর্মকর্তা)
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, মুখ্য আঞ্চলিক কার্যালয় ,
শরীয়তপুর মুখ্য অঞ্চল,শরীয়তপুর।

দফা=(ক)

অভিযুক্ত জনাব মো: খলিলুর রহমান, ব্যবস্থাপক(মূঃকঃ), বিকেবি, চিকন্দী শাখা, শরীয়তপুর এর বিরুদ্ধে বিকেবি,(কর্মকর্তা ও কর্মচারী) চাকুরী প্রবিধানমালা, ২০০৮ এর অধীনে বিভাগীয় শৃংখলাজনিত মামলা নং ১৬/১৭-১৮ এর তদন্ত প্রতিবেদন

০১। তদন্তের সূত্র ঃ হিউম্যান রির্সোস ম্যানেজমেন্ট ডির্পাটমেন্ট-৩, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর সূত্র নং প্রকাঃএইচআরএমডিঃ৩ঃ১ঃ৩৪৫৮/২০১৭-২০১৮/২০৭১ তারিখঃ ২০/১২/২০১৭ইং

০২। অভিযুক্তের নাম ঃ জনাব মো: খলিলুর রহমান, ব্যবস্থাপক(মূঃকঃ), বিকেবি, চিকন্দী শাখা, শরীয়তপুর।

০৩। তদন্তের তারিখ ও সময়ঃ ১৮/০৩/১৮ই থেকে ২০/০৩/১৮ইং তারিখ পর্যন্ত।

০৪। তদন্তের স্থান ঃ বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, শরীয়তপুর অঞ্চলাধীন চিকন্দী শাখা।

০৫। তদন্তের ধরন ঃ অভিযুক্তের উপস্থিতিতে।

০৬। অনিয়ম সংশ্লিষ্ঠ শাখা ঃ বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, চিকন্দী শাখা, শরীয়তপুর।

অভিযোগ নম্বর	অভিযোগের বিবরন	অভিযুক্তের জবাব	তদন্তকারী কর্মকর্তা/তদন্ত বোর্ডের পর্যবেক্ষন/মতামত	অভিযোগ প্রমানিত/প্রমানিত নয়/ আংশিক প্রমানিত
০১	শরীয়তপুর অঞ্চলাধীন বিকেবি চিকন্দী শাখায় ব্যবস্থাপক (মূ:ক:) হিসাবে দায়িত্ব পালনকালে ঋণ গ্রহীতাগণকে পূর্ব ঋণ পরিশোধের দেয় তারিখ অতিক্রম না করা সত্বেও বেশী পরিমান টাকা প্রদানের উদ্দেশ্যে দেয় তারিখের পূর্ব প্রদত্ত ঋণের টাকা আদায় করে সংযুক্তি-ক এ বর্ণিত ৩২ জন ঋণ গ্রহীতাকে অধিক নর্মস বিশিষ্ট কলা চাষ খাতে ৩৯.৫৩ লক্ষ টাকা অনিয়মিত ভাবে ঋণ মঞ্জুর ও বিতরন করেছেন। ঋণ গ্রহীতাগন কলা চাষ না করার ফলে ঋণের সদ্ব্যবহার হয়নি। ঋণগুলি মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়ায় ঋণের টাকা আদায় অনিশ্চিত এবং ব্যাংক আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন।	২০০/১২৭নং ঋণ ফলিও ঋণটি আমি মঞ্জুর ও বিতরন করিনি। তাছাড়া অন্য ৩১টি ঋণ শাখার ২০১৪-২০১৫ইং অর্থ বছরে মূ:আ:ক:(শরীয়তপুর)ওপি-১৫/২০১৪-২০১৫/ ২৭৫৩(২১) তারিখ ২৩/০৬/১৫ইং মোতাবেক কলা চাষের ঋণ বিতরনের বাজেট বরাদ্দ ৮.১৮(আট কোটি আঠার লক্ষ) মাত্র এবং এই শাখায় আওতাধীন সকল ইউনিয়নে কলা চাষ করা হয় মর্মে শরীয়তপুর সদর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার সার্টিফিকেট মোতাবেক পুনরায় কলা চাষের জন্য ঋণের আবেদন জানালে, সংশ্লিষ্ট মাঠকর্মীর সুপারিশের ভিত্তিতে বাংলাদেশ ব্যাংক এর সংশ্লিষ্টঅর্থ বছরের কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা অনুযায়ী শাখার বাজেট বরাদ্ধ থাকা সাপেক্ষে কি পরিমান জমিতে রোপন করা হবে এবং একর প্রতি ঋণের সীমা বিবেচনা করে ঋণগুলি মঞ্জুর ও বিতরন করা হয়। ঋণ গ্রহীতাদের আবেদনের প্রেক্ষিতে ঋণ গুলি পূন:তফশীলকৃত করা হয়েছে।	২০০/১২৭নং ঋণ ফলিওর ঋণটি অভিযুক্ত কর্মকর্তা কর্তৃক মঞ্জুর ও বিতরন করা নয়। ঋণের আবেদন ফরম সংযুক্ত। সংযুক্তি-১। ঋণ গ্রহীতারা তাদের পূর্বের ঋণ পরিশোধ করে পুনরায় কলা চায়ের ঋণের আবেদন করলে, কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা অনুযায়ী ঋণ গ্রহীতাদের চাহিদানুযায়ী ব্যবস্থাপক কর্তৃক ঋণ গুলি মঞ্জুর করা হয়। ঋণ বিতরন শাখার বাজেট বরাদ্ধের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। ২০১৪-২০১৫ইং অর্থ বছরের কলা চাষের জন্য বিতরনকৃত ঋণ, সেই বছরে কলা চাষ হয়েছিল কিনা তা বর্তমানে যাচাই করা সম্ভব হয়নি। তাছাড়া ৩২টি ঋণের মধ্যে ৫টি ঋণ গত ৩১/০৮/১৬ইং হিসাব বন্ধ হয়েছে। বাকী গুলির মধ্যে ৭টি ঋণ হিসাব বাদে সবগুলিতে আংশিক আদায় আছে। ঋণ গুলি পূনঃতফশীলকৃত। ৩২টি ঋণের হালনাগাদ তালিকা সংযুক্ত। সংযুক্তি ০২।	অভিযোগ প্রমানিত নয়।

মো: হামিদুর রহমান
আঞ্চলিক নিরীক্ষা কর্মকর্তা, কুষ্টিয়া।
ও
তদন্তকারী কর্মকর্তা

অভিযুক্ত জনাব মো: খলিলুর রহমান, ব্যবস্থাপক(মূঃকঃ), বিকেবি, চিকন্দী শাখা, শরীয়তপুর এর বিরুদ্ধে বিকেবি,(কর্মকর্তা ও কর্মচারী) চাকুরী প্রবিধানমালা, ২০০৮ এর অধীনে বিভাগীয় শৃংখলাজনিত মামলা নং ১৬/১৭-১৮ এর তদন্ত প্রতিবেদন

০১। তদন্তের সূত্র ঃ হিউম্যান রির্সোস ম্যানেজমেন্ট ডির্পাটমেন্ট-৩, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর সূত্র নং প্রকাঃএইচআরএমডিঃ৩ঃ১ঃ৩৪৫৮/২০১৭-২০১৮/২০৭১ তারিখঃ ২০/১২/২০১৭ইং

০২। অভিযুক্তের নাম ঃ জনাব মো: খলিলুর রহমান, ব্যবস্থাপক(মূঃকঃ), বিকেবি, চিকন্দী শাখা, শরীয়তপুর।

০৩। তদন্তের তারিখ ও সময়ঃ ১৮/০৩/১৮ই থেকে ২০/০৩/১৮ইং তারিখ পর্যন্ত।

০৪। তদন্তের স্থান ঃ বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, শরীয়তপুর অঞ্চলাধীন চিকন্দী শাখা।

০৫। তদন্তের ধরন ঃ অভিযুক্তের উপস্থিতিতে।

০৬। অনিয়ম সংশ্লিষ্ঠ শাখা ঃ বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, চিকন্দী শাখা, শরীয়তপুর।

অভিযোগ নম্বর	অভিযোগের বিবরন	অভিযুক্তের জবাব	তদন্তকারী কর্মকর্তা/তদন্ত বোর্ডের পর্যবেক্ষন/মতামত	অভিযোগ প্রমানিত/প্রমানিত নয়/ আংশিক প্রমানিত
০২	ঋণ গ্রহীতাগনকে প্রকৃত ওয়ারিশের চেয়ে কম ওয়ারিশ এবং প্রাপ্যতার চেয়ে বেশী পরিমান জমির মালিকানা দেখিয়ে অনিয়মিত ভাবে ৪৯ জন ঋণ গ্রহীতাকে অধিক নর্মস বিশিষ্ট কলা চাষ খাতে বিধি ভঙ্গ করে ৫৮.৪০ লক্ষ টাকা ঋণ মঞ্জুর ও বিতরন করেছেন। ঋণ গ্রহীতাগন কলা চাষ না করার ফলে ঋণের সদ্ব্যবহার হয়নি। ঋণের টাকা আদায় অনিশ্চিত এবং ব্যাংক আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন।	প্রকৃত ওয়ারিশদের চেয়ে কম ওয়ারিশ দেখিয়ে ঋণ মঞ্জুর ও বিতরন করা হয়েছে। এ অভিযোগের প্রেক্ষিতে মহোদয় সমীপে জানাইতেছি যে, সংশ্লিষ্ট মাঠকর্মী স্থানীয় চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রদত্ত ওয়ারিশ সার্টিফিকেট সরজমিনে তদন্ত করে ওয়ারিশদের সঠিকতা যাচাই করে সঠিক আছে মর্মে মাঠকর্মী কর্তৃক স্বাক্ষর করেছেন। ঋণ মঞ্জুরীর পূর্বে সংশ্লিষ্ট ঋণ গ্রহীতাদের জিজ্ঞাসা করে দেখেছিলাম মাঠকর্মী কর্তৃক যাচাইকৃত ও স্বাক্ষরিত ওয়ারিশ তালিকার সাথে ঋণগ্রহীতার কথার মিল আছে। ঋণগ্রহিতাগন ২/৩ বারের বেশি ঋণ নিয়ে পরিশোধ করেছেন। পূর্বের ঋণ পরিশোধ করে পুনরায় ঋণের জন্য আবেদন করায় মাঠকর্মীর সুপারিশের ভিত্তিতে বাংলাদেশ ব্যাংক এর সংশ্লিষ্ঠ অর্থ বৎসরের কৃষি ও পল্লী ঋন নীতিমালা অনুযায়ী শাখার বাজেট থাকা সাপেক্ষে, কি পরিমান জমিতে রোপন করা হবে এবং একর প্রতি ঋণের সীমা বিবেচনা করে ঋণ মঞ্জুর ও বিতরন করা হয়।	অভিযুক্ত কর্মকর্তা, উপস্থাপনকারী কর্মকর্তা সহ নিম্ন স্বাক্ষর কারী ৪৯ জন ঋণ গ্রহীতার মধ্যে পরীক্ষামূলক ভাবে ১৭ জন ঋণ গ্রহীতার ওয়ারিশ সনদ সরজমিনে যাচাই করে দেখা গেল যে, ঋণ মঞ্জুর কালে প্রকৃত ওয়ারিশদের চেয়ে কম ওয়ারিশ এবং প্রাপ্যতার চেয়ে বেশী পরিমান জমির মালিকানা দেখিয়ে ঋণ মঞ্জুরীরর সুপারিশ করা হয়েছে। যাচাই কৃত ওয়ারিশ এর তালিকা সংযুক্ত। সংযুক্তি-০১। তবে ঋণ নথি গুলিতে রক্ষিত স্থানীয় চেয়ারম্যান প্রদত্ত ওয়ারিশ সনদপত্রে সংশ্লিষ্ঠ সুপারিশ কারী কর্মকর্তার সুপারিশ পরিলক্ষিত হয়। ৪৯জন ঋণ গ্রহীতার হালনাগাদ তালিকা সংযুক্ত। সংযুক্তি-২।	অভিযোগ প্রমানিত।

মো: হামিদুর রহমান
আঞ্চলিক নিরীক্ষা কর্মকর্তা, কুষ্টিয়া।
ও
তদন্তকারী কর্মকর্তা

অভিযুক্ত জনাব মো: খলিলুর রহমান, ব্যবস্থাপক(মৃঃকঃ), বিকেবি, চিকন্দী শাখা, শরীয়তপুর এর বিরুদ্ধে বিকেবি,(কর্মকর্তা ও কর্মচারী) চাকুরী প্রবিধানমালা, ২০০৮ এর অধীনে বিভাগীয় শৃংখলাজনিত মামলা নং ১৬/১৭-১৮ এর তদন্ত প্রতিবেদন

০১। তদন্তের সূত্র ঃ হিউম্যান রির্সোস ম্যানেজমেন্ট ডির্পাটমেন্ট-৩, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর সূত্র নং প্রকাঃএইচআরএমডিঃ৩ঃ১ঃ৩৪৫৮/২০১৭-২০১৮/২০৭১ তারিখঃ ২০/১২/২০১৭ইং
০২। অভিযুক্তের নাম ঃ জনাব মো: খলিলুর রহমান, ব্যবস্থাপক(মৃঃকঃ), বিকেবি, চিকন্দী শাখা, শরীয়তপুর।
০৩। তদন্তের তারিখ ও সময়ঃ ১৮/০৩/১৮ই থেকে ২০/০৩/১৮ইং তারিখ পর্যন্ত।
০৪। তদন্তের স্থান ঃ বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, শরীয়তপুর অঞ্চলাধীন চিকন্দী শাখা।
০৫। তদন্তের ধরন ঃ অভিযুক্তের উপস্থিতিতে।
০৬। অনিয়ম সংশ্লিষ্ঠ শাখা ঃ বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, চিকন্দী শাখা, শরীয়তপুর।

অভিযোগ নম্বর	অভিযোগের বিবরন	অভিযুক্তের জবাব	তদন্তকারী কর্মকর্তা/তদন্ত বোর্ডের পর্যবেক্ষন/মতামত	অভিযোগ প্রমানিত/প্রমানিত নয়/ আংশিক প্রমানিত
০৩	বর্ণিত ২৪৫ জন ঋণ গ্রহীতাকে অধিক নর্মস বিশিষ্ট কলা চাষ দেখিয়ে অনিয়মিত ভাবে ৩০০.৪৪ লক্ষ টাকা ঋণ মঞ্জুর ও বিতরন করেছেন। ঋণ গ্রহীতাগন কলা চাষ না করার ফলে ঋণের সদ্ব্যবহার হয়নি। ঋণগুলো মেয়াদোত্তীর্ণ হয়ে অনাদায়ী থাকায় ব্যাংক আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন।	ঋণ গ্রহিতাগন অত্র শাখার পুরাতন গ্রাহক। পূর্বে ২/৩ বার বা কেউ কেউ বেশি বার ঋণ নিয়ে পরিশোধ করে, পুনরায় ঋণের জন্য আবেদন করায় মাঠকর্মীর সুপারিশের ভিত্তিতে বাংলাদেশ ব্যাংক এর সংশ্লিষ্ঠ অর্থ বৎসরের কৃষি ও পল্লী ঋন নীতিমালা অনুযায়ী শাখার বাজেট থাকা সাপেক্ষে, কি পরিমান জমিতে রোপন করা হবে এবং একর প্রতি ঋণের সীমা বিবেচনা করে ঋণ মঞ্জুর ও বিতরন করা হয়।	অভিযুক্ত কর্মকর্তা, উপস্থাপনকারী কর্মকর্তা সহ নিম্ন স্বাক্ষর কারী এলাকা পরিদর্শনে গিয়ে দেখা যায়যে, ব্যাপকভাবে কলা চাষ না হলেও বেশ কিছু মাঠে কলা চাষ হয়। এই বিষয়ে শরীয়তপুর সদর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা প্রত্যয়নপত্র প্রদান করেছেন। প্রত্যয়ন পত্র সংযুক্ত। সংযুক্তি-০১। সংশ্লিষ্ঠ ঋণ গ্রহীতা তাদের পূর্বের ঋণ পরিশোধ করে বর্ণিত কলা চাষের ঋণের আবেদন করলে ব্যবস্থাপক সেগুলি মঞ্জুর করেন। ২৪৫টি ঋণের মধ্যে ৮৪টি বাদে বাকীগুলিতে আংশিক আদায় আছে। ২০১৪-২০১৫অর্থ বছরে প্রদানকৃত কলা চাষের ঋণ, সেই বছরে কলা চাষ হয়েছিল কিনা তা বর্তমানে যাচাই করা সম্ভব হয়নি। ২৪৫ টি ঋণের হালনাগাদ তালিকা সংযুক্ত। সংযুক্তি ০২।	অভিযোগ প্রমানিত নয়।

মো: হামিদুর রহমান
আঞ্চলিক নিরীক্ষা কর্মকর্তা, কুষ্টিয়া।
ও
তদন্তকারী কর্মকর্তা

অভিযুক্ত জনাব মো: খলিলুর রহমান, ব্যবস্থাপক(মূঃকঃ), বিকেবি, চিকন্দী শাখা, শরীয়তপুর এর বিরুদ্ধে বিকেবি,(কর্মকর্তা ও কর্মচারী) চাকুরী প্রবিধানমালা, ২০০৮ এর অধীনে বিভাগীয় শৃংখলাজনিত মামলা নং ১৬/১৭-১৮ এর তদন্ত প্রতিবেদন

০১। তদন্তের সূত্র ঃ হিউম্যান রির্সোস ম্যানেজমেন্ট ডির্পাটমেন্ট-৩, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর সূত্র নং প্রকাঃএইচআরএমডিঃ৩ঃ১ঃ৩৪৫৮/২০১৭-২০১৮/২০৭১ তারিখঃ ২০/১২/২০১৭ইং

০২। অভিযুক্তের নাম ঃ জনাব মো: খলিলুর রহমান, ব্যবস্থাপক(মূঃকঃ), বিকেবি, চিকন্দী শাখা, শরীয়তপুর।

০৩। তদন্তের তারিখ ও সময়ঃ ১৮/০৩/১৮ই থেকে ২০/০৩/১৮ইং তারিখ পর্যন্ত।

০৪। তদন্তের স্থান ঃ বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, শরীয়তপুর অঞ্চলাধীন চিকন্দী শাখা।

০৫। তদন্তের ধরন ঃ অভিযুক্তের উপস্থিতিতে।

০৬। অনিয়ম সংশ্লিষ্ঠ শাখা ঃ বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, চিকন্দী শাখা, শরীয়তপুর।

অভিযোগ নম্বর	অভিযোগের বিবরন	অভিযুক্তের জবাব	তদন্তকারী কর্মকর্তা/তদন্ত বোর্ডের পর্যবেক্ষন/মতামত	অভিযোগ প্রমানিত/প্রমানিত নয়/ আংশিক প্রমানিত
০৪	ঋণ গ্রহীতার ঋণের টাকা পরিশোধের ক্ষমতা বিবেচনা না করে বর্ণিত ১২ জন ঋণ গ্রহীতাকে কোন চাষযোগ্য জমি না থাকা সত্বেও বিধিভঙ্গ করে কলা চাষ খাতে ১৩.৫৫ লক্ষ টাকা মঞ্জুর ও বিতরন করেছেন। ঋণ গ্রহীতাগন কলা চাষ না করায় ঋণের সদ্ব্যবহার হয়নি। ঋণের টাকা আদায় অনিশ্চিত এবং ব্যাংক আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন।	এই কৃষক গন বর্গা চাষী। এরা অন্যের জমি চাষ করেন, ঋণ গ্রহিতাগন অত্র শাখার পুরাতন গ্রাহক। পূর্বে ১/২ বার বা কেউ কেউ বেশি বার ঋণ নিয়ে পরিশোধ করে, পুনরায় ঋণের জন্য আবেদন করায় মাঠকর্মীর সুপারিশের ভিত্তিতে বাংলাদেশ ব্যাংক এর সংশ্লিষ্ঠ অর্থ বৎসরের কৃষি ও পল্লী ঋন নীতিমালা অনুযায়ী শাখার বাজেট থাকা সাপেক্ষে, কি পরিমান জমিতে রোপন করা হবে এবং একর প্রতি ঋণের সীমা বিবেচনা করে ঋণ মঞ্জুর ও বিতরন করা হয়।	সবগুলো ঋণ কেসই বর্গাচাষী হিসাবে, কলা চাষের ঋণ মঞ্জুর ও বিতরন করা হয়। তাছাড়া ২০১৪-২০১৫ইং অর্থ বছরে কলা চাষে বিতরনকৃত ঋণ সেই বছরে কলা হয়েছিল কিনা তা বর্তমানে যাচাই করা সম্ভব হয়নি। তবে ১২টির মধ্যে ৭টি ঋণ কেসে আংশিক আদায় দেখা যায়। ঋণ গুলি পূন:তফশীলকৃত। ১২টি ঋণ গ্রহীতার হালনাগাদ তালিকা সংযুক্ত। সংযুক্তি-০১	অভিযোগ প্রমানিত নয়।

মো: হামিদুর রহমান
আঞ্চলিক নিরীক্ষা কর্মকর্তা, কুষ্টিয়া।
ও
তদন্তকারী কর্মকর্তা

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

গোপনীয়

হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট-২ (শৃঙ্খলা)

নং- প্রকাঃএইচআরএমডিঃ৩ঃ০১ঃ৩৪৫৮(২০১৭-২০১৮)/২০১৮-২০১৯/ ৬৭৬৫ তারিখঃ ৩০.০৫.২০১৯ খ্রি:

কর্মী সংক্রান্ত ঘোষণা

যেহেতু আপনি জনাব মোঃ খলিলুর রহমান, মুখ্য কর্মকর্তা (অবসরপ্রাপ্ত), বিকেবি, মুখ্য আঞ্চলিক কার্যালয়, শরীয়তপুর, ইতিপূর্বে একই অঞ্চলাধীন বিকেবি, চিকন্দী শাখায় ব্যবস্থাপক হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে সংঘটিত অনিয়মের দায়ে আপনার বিরুদ্ধে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) চাকুরী প্রবিধানমালা-২০০৮ এর অধীনে শৃঙ্খলা সম্পর্কিত ৩৮(ক),(খ),(ঘ) ও (ঙ) প্রবিধি মোতাবেক দায়িত্ব পালনে অবহেলা, অসদাচরণ, অদক্ষতা. ও দুর্নীতিমূলক অপরাধের দায়ে ১৬/১৭-১৮ নম্বর বিভাগীয় শৃঙ্খলাজনিত মামলা রুজু করিয়া ২০.১২.২০১৭ খ্রি: তারিখের প্রকাঃএইচআরএমডিঃ৩ঃ০১ঃ৩৪৫৮/২০১৭-২০১৮/২০৭১ নম্বর স্মারক মূলে অভিযোগনামা জারী করা হইয়াছিল। আপনি উহার জবাব দাখিল করিয়াছিলেন এবং কর্তৃপক্ষ উক্ত মামলায় তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করিয়াছিলেন ;

০২। যেহেতু তদন্তকারী কর্মকর্তা উক্ত বিভাগীয় মামলাটি প্রবিধান মোতাবেক তদন্তান্তে কর্তৃপক্ষের নিকট তদন্ত প্রতিবেদন পেশ করিয়াছিলেন;

০৩। যেহেতু কর্তৃপক্ষ আপনার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ, আপনার জবাব, তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদন ও আনুষংগিক তথ্যাদি পর্যালোচনা করিয়া আপনি জনাব মোঃ খলিলুর রহমান আপনাকে আপনার বিরুদ্ধে প্রমাণিত অভিযোগসমূহের জন্য বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) চাকুরী প্রবিধানমালা-২০০৮ এর ৩৯(১) (খ) প্রবিধি মোতাবেক কেন আপনাকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত অথবা বিকল্প গুরু দন্ডে দন্ডিত করা হইবে না এই মর্মে ৩১.১২.২০১৮ খ্রি: তারিখের প্রকাঃএইচআরএমডিঃ৩ঃ০১ঃ৩৪৫৮(২০১৭-২০১৮)/২০১৮-২০১৯/১৯৩৫ নম্বর কর্মী সংক্রান্ত ঘোষণা মূলে চূড়ান্ত কারন দর্শানো নোটিশ জারী করা হইয়াছিল;

০৪। যেহেতু আপনি জনাব মোঃ খলিলুর রহমান অত্র বিভাগের ৩১.১২.২০১৮ খ্রি: তারিখের চূড়ান্ত কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব ১৫-০১-২০১৯ খ্রি: তারিখে দাখিল করিয়াছিলেন। অতঃপর কর্তৃপক্ষ সার্বিক বিষয়াদি বিচার-বিশ্লেষণ করিয়া আপনি জনাব মোঃ খলিলুর রহমান আপনাকে দায়িত্ব পালনে অবহেলা, অসদাচরণ, অদক্ষতা ও দুর্নীতিমূলক অপরাধের দায়ে দোষী সাব্যস্ত করতঃ গুরু দন্ড প্রদানের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন;

০৫। এক্ষণে, সেহেতু কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) চাকুরী প্রবিধানমালা-২০০৮ এর ৩৯ (১) (খ)(আ) প্রবিধি অনুসারে আপনি জনাব মোঃ খলিলুর রহমান আপনার প্রাপ্য অবসরোত্তর সুবিধাদি হইতে ৩০,০০,০০০/- (ত্রিশ লক্ষ) টাকা কর্তন করিয়া বিকেবি, চিকন্দী শাখার আয় খাতে জমা করিবার আদেশ দিলেন।

ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের আদেশক্রমে-

৩০/০৫/২০১৯
(লুৎফুন নাহার নাজ)
উপ-মহাব্যবস্থাপক

জনাবঃ মোঃ খলিলুর রহমান (কে-২৭৫)
মুখ্য কর্মকর্তা (অবসরপ্রাপ্ত)
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক
মুখ্য আঞ্চলিক কার্যালয়
শরীয়তপুর।

নং- প্রকাঃএইচআরএমডিঃ৩ঃ০১ঃ৩৪৫৮(২০১৭-২০১৮)/২০১৮-২০১৯/ ৬৭৬৫(১২) তারিখঃ ৩০.০৫.২০১৯ খ্রি:

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হইল ঃ

০১। চীফ ষ্টাফ অফিসার, ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সচিবালয়, বিকেবি,প্রধান কার্যালয়,ঢাকা ।
০২। স্টাফ অফিসার, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক-১/২, মহোদয়ের দপ্তর, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০৩। স্টাফ অফিসার,মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন), বিকেবি, প্রধান কার্যালয়,ঢাকা।
০৪। স্টাফ অফিসার,মহাব্যবস্থাপক, বিকেবি, বিভাগীয় কার্যালয়, ফরিদপুর ।
০৫। উপ-মহাব্যবস্থাপক,হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট-১, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা। আরোপিত দন্ড সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার চাকুরী বহিতে লিপিবদ্ধ করিয়া কর্মী সংক্রান্ত ঘোষণাটি তাহার ব্যক্তিগত নথিতে সংরক্ষনের জন্য অনুরোধ করা হইল।
০৬। উপ-মহাব্যবস্থাপক, কেন্দ্রীয় হিসাব বিভাগ/ হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট-২(পেনশন)/পরিধারণ বিভাগ, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০৭। উপ-মহাব্যবস্থাপক, আইসিটি সিস্টেম্স, কার্ড ও মোবাইল ব্যাংকিং বিভাগ, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা। কর্মী সংক্রান্ত ঘোষণা পত্রটি ব্যাংকের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে আপলোড করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হইল।
০৮। বিভাগীয় নিরীক্ষা কর্মকর্তা, বিকেবি, বিভাগীয় নিরীক্ষা কার্যালয়, ফরিদপুর ।
০৯। মুখ্য আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক, বিকেবি, মুখ্য আঞ্চলিক কার্যালয়, শরীয়তপুর । এতদসংগে প্রেরিত মূল কর্মী সংক্রান্ত ঘোষণাটি জনাব মোঃ খলিলুর রহমান এর নিকট প্রাপ্তি স্বীকার রশিদ মারফত হস্তান্তর করতঃ রশিদটি অত্র বিভাগে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হইল।
১০। আঞ্চলিক নিরীক্ষা কর্মকর্তা, বিকেবি, আঞ্চলিক নিরীক্ষা কার্যালয়, শরীয়তপুর ।
১১। ব্যবস্থাপক, বিকেবি, চিকন্দী শাখা, শরীয়তপুর ।
১২। নথি/মহানথি/মূল নথি।

৩০/০৫/২০১৯
(মোঃ আব্দুর রউফ)
সহকারী মহাব্যবস্থাপক

HRMD.3/AHSANAHSAN.FINAL.ANNOUSMENT.NO.DOC

মোঃ আহসানুল হাসান
সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার

হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট-২

বিষয়ঃ জনাব মোঃ খলিলুর রহমান (কে-২৭৫), মুখ্য কর্মকর্তা, বিকেবি, মুখ্য আঞ্চলিক কার্যালয়, ফরিদপুর এর বিভাগী শৃংখলাজনিত মোকদ্দমা নং -১৬/২০১৭-১৮, মূল নথি ও সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রেরণ প্রসংঙ্গে।

শিরোনামে বর্ণিত বিষয়ে আইন বিভাগের ২৭.১১.২০১৯ ইং তারিখের প্রকা/আইন/আপীল-০৮/২০১৯-২০২০/৬৪৭ নম্বর পত্রের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে।

০২। উপরোক্ত পত্র মোতাবেক জনাব মোঃ খলিলুর রহমান এর বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় শৃংখলাজনিত মামলার মূল নথি ~~ও রিভিউ নথি~~ নিম্নোক্ত বর্ণনা অনুযায়ী এতদসংগে আইন বিভাগে প্রেরণ করা হলঃ

নথি নম্বর	মোকদ্দমা নম্বর ও রিভিউ আবেদন নম্বর	নথি পৃষ্ঠা সংখ্যা	নোটশীট পৃষ্ঠা সংখ্যা	টপশীট পৃষ্ঠা	মন্তব্য
প্রকাঃকবাবিঃ৩ঃ১ঃ৩৪৫৮/২০১৭-২০১৮	১৬/২০১৭-১৮	১১৬	০১-০৫	০১	খন্ডনথি-১

০৩। উল্লেখিত পত্রে প্রদত্ত ছক অনুযায়ী ১৬/১৭-১৮ নং মামলায় জড়িত অন্যান্য কর্মকতা/কর্মচারীদের শাস্তির তথ্যাদি নিম্নে প্রদান করা হল ঃ

ক্রঃ নং	জড়িত কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম, পদবী, সূচক সংখ্যা	শাস্তির বিবরণ	আনীত অভিযোগের সংখ্যা	প্রমানিত অভিযোগের সংখ্যা	আংশিক প্রমানিত অভিযোগের সংখ্যা	প্রমানিত নহে অভিযোগের সংখ্যা
১.	জনাব মোঃ জিল্লুর রহমান কর্মকর্তা (জেড- ৪৭০)	সর্তক করে অব্যাহতি প্রদান।	০৩	০১	-	০২

০৪। অভিযুক্তকে এস.স.আর এর যে ধারায় শাস্তি প্রদান করা হয়েছে, বাস্তবে উক্ত ধারায় তিনি অভিযুক্ত এবং প্রদত্ত শাস্তি সঠিক আছে।

সংযুক্তিঃ বর্ণনা মতে।

উপ-মহাব্যবস্থাপক
আইন বিভাগ
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
ঢাকা।

(মোঃ আবু ছাদেক মিয়া)
উপ-মহাব্যবস্থাপক

অভ্যঃপত্র নং-প্রকাঃ এইচআরএমডিঃ-৩ঃ২ঃ(অংশ-১৩)/২০১৯-২০২০/ ১৭২৮ তারিখঃ ২৯.১২.২০১৯ ইং

বিভাগীয় শৃংখলাজনিত মোকদ্দমা নং-১৬/২০১৭-১৮ দায়ের হইতে নিষ্পত্তি পর্যন্ত সমগ্র প্রক্রিয়া
বিকেবি'র বিদ্যমান বিধি বিধান অনুযায়ী সম্পন্ন হইয়াছে কিনা তদবিষয়ে মতামত।

জনাব মোঃ খলিলুর রহমান, মুখ্য কর্মকর্তা (বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত), বিকেবি, মুখ্য আঞ্চলিক কার্যালয়, শরীয়তপুর এর বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষীয় অনুমোদন গ্রহণে বিকেবি (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) চাকুরী প্রবিধানমালা, ২০০৮ এর ৪২ ধারা মোতাবেক অভিযোগনামা প্রণয়নে উক্ত অভিযোগনামা বিকেবি, কর্মী ব্যবস্থাপনা বিভাগ-৩ এর প্রশাসন পরিপত্র নং-০৩/২০০৬ তারিখ ০২.০১.২০০৬ এ জারীকৃত ক্ষমতা বলে উপ-মহাব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, কর্মী ব্যবস্থাপনা বিভাগ-৩ কর্তৃক ইস্যু করিয়া যথানিয়মে অভিযুক্তের নিকট প্রেরণ করা হইয়াছে। অতঃপর অভিযুক্তের জবাব প্রাপ্তির পর অভিযোগ ও অভিযুক্তের জবাবের সঠিকতা যথোপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিবেচনা করিয়া তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। অতঃপর উক্ত তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্তের তারিখ, সময় ও স্থানের বিষয় উল্লেখে উক্ত অভিযুক্তের প্রতি তদন্তের নোটিশ প্রদানে প্রবিধানমালার ৪৩ ধারা এবং বিকেবি কর্মী ব্যবস্থাপনা বিভাগ-৩, প্রশাসন পরিপত্র নং-১২/২০০৫ তারিখ ৩১-০৮-২০০৫ অনুসরণে যথানিয়মে তদন্ত কার্য পরিচালনা করেন। তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্ত অন্তে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের প্রেক্ষিতে প্রতিবেদন যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট ১৯-০৪-২০১৮ তারিখে দাখিল করেন। তদন্তকারী কর্মকর্তা অভিযুক্ত জনাব মোঃ খলিলুর রহমান এর ০৪টি অভিযোগের মধ্যে ০১টি অভিযোগ প্রমানিত এবং ০৩টি অভিযোগ প্রমানিত হয়নি মর্মে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, তার দাখিলকৃত জবাব, তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদন এবং আনুষঙ্গিক কাগজপত্রাদি যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ পূর্বক অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের বিষয়ে গুরুদন্ড প্রদানের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিকেবি (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) চাকুরী প্রবিধানমালা, ২০০৮ এর ৪২(৬) ধারা অনুযায়ী উল্লেখিত অভিযোগে কেন গুরুদন্ড আরোপ করা হইবে না তদমর্মে ৭ (সাত) কার্য দিবসের মধ্যে চূড়ান্ত কারণ দর্শানোর নোটিশ ৩১-১২-২০১৮ তারিখে জারী করা হইয়াছে। অভিযুক্তের নিকট হইতে কারণ দর্শানোর নোটিশের জবাব পাওয়ার পর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিভাগীয় মোকদ্দমার যাবতীয় বিষয়াদি বিবেচনায় গুরুদন্ডের আদেশ বিকেবি প্রধান কার্যালয়, কর্মী ব্যবস্থাপনা বিভাগ-৩ এর প্রশাসন পরিপত্র নং-০৩/২০০৬ তারিখ ০২-০১-২০০৬ এর ০২নং ক্রমিকে বর্ণিত বিষয়মতে কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে হিউম্যান রিসোর্স ম্যাজেনমেন্ট ডিপার্টমেন্ট-২ এর উপ-মহাব্যবস্থাপকের স্বাক্ষরে ৩০-০৫-২০১৯ তারিখে জারী করা হইয়াছে এবং অভিযুক্ত কর্মকর্তা ১৮-০৬-২০১৯ তারিখে শাস্তির আদেশ প্রাপ্ত হন ।

বিভাগীয় শৃংখলাজনিত উপরিউক্ত মামলা দায়ের হইতে নিষ্পত্তি পর্যন্ত কার্যাদি বর্তমানে বলবৎ বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) চাকুরী প্রবিধানমালা, ২০০৮ এবং সংশ্লিষ্ট পরিপত্রের নির্দেশনা অনুসরণে সম্পন্ন করা হইয়াছে।

আইন উপদেষ্টা

E:\LawFarmina\Appeal 19-20\Appeal-08\Khalilur Rahman.doc

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়,ঢাকা।

পর্ষদ সচিবালয় বিভাগ

পরীক্ষা করে মতামতসহ নথি উপস্থাপন করুন।
সমন্বয়
উমর

নং-বিকেবি/প্রকা/পসবি-৬৮/২০২০-২০২১/৯৭

তারিখঃ ১০-০৯-২০২০খ্রিঃ

বিষয়ঃ **পর্ষদের ৭৭৩ তম সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ প্রসঙ্গে।**

বিগত ২৬-০৮-২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক পরিচালনা পর্ষদের ৭৭৩তম সভার কার্যবিবরণী ১০-০৯-২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত পর্ষদের ৭৭৪তম সভায় দৃঢ়ীকৃত হয়। উক্ত দৃঢ়ীকৃত কার্যবিবরণীর প্রযোজ্য অংশ সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহে এতৎসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

ক্রমিক নম্বর	সংশ্লিষ্ট বিভাগ	আলোচ্যসূচি নম্বর
০১।	ট্রেজারী ম্যানেজমেন্ট বিভাগ	০১
০২।	ঋণ আদায় বিভাগ	০৩ হতে ০৬, ১৫, ১৫(ক), ৩১ হতে ৩৩, ৩৯, ৪০
০৩।	ফরেন রেমিট্যান্স ম্যানেজমেন্ট বিভাগ	০৭
০৪।	কেন্দ্রীয় হিসাব বিভাগ	০৮
০৫।	আইন বিভাগ	০৯
০৬।	জনসংযোগ ও প্রটোকল বিভাগ	১০
০৭।	হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট-১	৪৬ ও বিবিধ-০১

প্রদত্ত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন করতঃ বাস্তবায়ন প্রতিবেদন **আগামী ০৭(সাত) দিনের মধ্যে** অত্র বিভাগে প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে।

১০/০৯/২০২০
(কাজী মোহাম্মদ নজরুল মঈন)
সচিব (ভারপ্রাপ্ত)

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলোঃ

১। স্টাফ অফিসার,চেয়ারম্যান মহোদয়ের দপ্তর,বিকেবি,প্রকা,ঢাকা।
২। চীফ স্টাফ অফিসার,ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সচিবালয়,বিকেবি,প্রকা,ঢাকা।
৩। স্টাফ অফিসার,উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়গণের সচিবালয়,বিকেবি,প্রকা,ঢাকা।
৪। স্টাফ অফিসার,মহাব্যবস্থাপক মহোদয়গণের দপ্তর, বিকেবি,প্রকা,ঢাকা।
৫। স্টাফ অফিসার, মহাব্যবস্থাপক মহোদয়ের দপ্তর,বিকেবি, স্থানীয় মুখ্য কার্যালয়,ঢাকা।
৬। সংশ্লিষ্ট উপমহাব্যবস্থাপকবৃন্দ, বিকেবি, প্রকা, ঢাকা।
৭। নথি।

১০/০৯/২০২০
(এস, কে, হাসনা পারভীন)
ঊর্ধ্বতন মুখ্য কর্মকর্তা

E:\Shaheen\Forwarding\Board Meeting Forwarding.docx

৪৮৫

আলোচ্যসূচি নং-০৯ঃ জনাব মোঃ খলিলুর রহমান (কে-২৭৫), মুখ্য কর্মকর্তা (অবসরপ্রাপ্ত), বিকেবি, মুখ্য আঞ্চলিক কার্যালয়, শরিয়তপুর এর উপর বিভাগীয় শৃংখলাজনিত মোকদ্দমা নং-১৬/২০১৭-১৮ এ আরোপিত শাস্তির বিরুদ্ধে আপিল আবেদন প্রসঙ্গে। সারসংক্ষেপ নং-১২৮৭/২০২০, উপস্থাপনকারী বিভাগঃ আইন বিভাগ।

জনাব মোঃ খলিলুর রহমান (কে-২৭৫), সাবেক ব্যবস্থাপক (মুখ্য কর্মকর্তা) বিকেবি, মুখ্য আঞ্চলিক কার্যালয়, শরিয়তপুর কে একই অঞ্চলাধীন বিকেবি, চিকন্দী শাখায় ব্যবস্থাপক হিসাবে দায়িত্ব পালনকালে সংঘটিত অনিয়মের জন্য তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় শৃংখলাজনিত মোকদ্দমা নম্বর ১৬/১৭-১৮ দায়ের করা হয়। তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনে ০৪টি অভিযোগের মধ্যে ০১টি অভিযোগ প্রমাণিত এবং ০৩টি অভিযোগ প্রমানিত হয়নি। অতঃপর তাকে বিভাগীয় শৃংখলাজনিত মোকদ্দমায় গুরুদন্ড প্রদানে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) চাকুরী প্রবিধানমালা-২০০৮ এর অনুসরণীয় পদ্ধতি মতে ৩১-১২-২০১৮ তারিখে চূড়ান্ত কারণ দর্শানো নোটিশ জারী করা হয়। তার দাখিলকৃত চূড়ান্ত কারণ দর্শানো নোটিশের জবাবে বিবেচনাযোগ্য কোন তথ্য/উপাত্ত না পাওয়ায় শাস্তি প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিগত ৩০-০৫-২০১৯ তারিখের রায়ে দোষী সাব্যস্ত করে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) চাকুরী প্রবিধানমালা ২০০৮ এর ৩৯(১)(খ) (আ) প্রবিধি অনুসারে অভিযুক্ত জনাব মোঃ খলিলুর রহমান এর প্রাপ্য অবসরোত্তর সুবিধাদি হতে ৩০,০০,০০০/-(ত্রিশ লক্ষ) টাকা কর্তণ করে বিকেবি, চিকন্দী শাখার আয় খাতে জমা করার আদেশ দেয়া হয়।

বিভাগীয় শৃংখলাজনিত মোকদ্দমা নং-১৬/২০১৭-১৮ দায়ের হইতে নিষ্পত্তি পর্যন্ত সমগ্র প্রক্রিয়া বিকেবি'র বিদ্যমান বিধি বিধান অনুযায়ী সম্পন্ন হইয়াছে কিনা তদবিষয়ে মতামত।

জনাব মোঃ খলিলুর রহমান, মুখ্য কর্মকর্তা (বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত), বিকেবি, মুখ্য আঞ্চলিক কার্যালয়, শরীয়তপুর এর বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষীয় অনুমোদন গ্রহণে বিকেবি (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) চাকুরী প্রবিধানমালা, ২০০৮ এর ৪২ ধারা মোতাবেক অভিযোগনামা প্রণয়নে উক্ত অভিযোগনামা বিকেবি, কর্মী ব্যবস্থাপনা বিভাগ-৩ এর প্রশাসন পরিপত্র নং-০৩/২০০৬ তারিখ ০২-০১-২০০৬ এ জারীকৃত ক্ষমতা বলে উপ-মহাব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, কর্মী ব্যবস্থাপনা বিভাগ-৩ কর্তৃক ইস্যু করিয়া যথানিয়মে অভিযুক্তের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। অতঃপর অভিযুক্তের জবাব প্রাপ্তির পর অভিযোগ ও অভিযুক্তের জবাবের সঠিকতা যথোপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিবেচনা করিয়া তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। অতঃপর উক্ত তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্তের তারিখ, সময় ও স্থানের বিষয় উল্লেখে উক্ত অভিযুক্তের প্রতি তদন্তের নোটিশ প্রদানে প্রবিধানমালার ৪৩ ধারা এবং বিকেবি কর্মী ব্যবস্থাপনা বিভাগ-৩, প্রশাসন পরিপত্র নং-১২/২০০৫ তারিখ ৩১-০৮-২০০৫ অনুসরণে যথানিয়মে তদন্ত কার্য পরিচালনা করেন। তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্ত অন্তে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের প্রেক্ষিতে প্রতিবেদন যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট ১৯-০৪-২০১৮ তারিখে দাখিল করেন। তদন্তকারী কর্মকর্তা অভিযুক্ত জনাব মোঃ খলিলুর রহমান এর ০৪টি অভিযোগের মধ্যে ০১টি অভিযোগ প্রমানিত এবং ০৩টি অভিযোগ প্রমানিত হয়নি মর্মে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, তার দাখিলকৃত জবাব, তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদন এবং আনুষঙ্গিক কাগজপত্রাদি যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণপূর্বক অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের বিষয়ে গুরুদন্ড প্রদানের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিকেবি (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) চাকুরী প্রবিধানমালা, ২০০৮ এর ৪২(৬) ধারা অনুযায়ী উল্লেখিত অভিযোগে কেন গুরুদন্ড আরোপ করা হইবে না তদমর্মে ৭ (সাত) কার্য দিবসের মধ্যে চূড়ান্ত কারণ দর্শানোর নোটিশ ৩১-১২-২০১৮ তারিখে জারী করা হয়। অভিযুক্তের নিকট হইতে কারণ দর্শানোর নোটিশের জবাব পাওয়ার পর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিভাগীয় মোকদ্দমার যাবতীয় বিষয়াদি বিবেচনায় গুরুদন্ডের আদেশ বিকেবি প্রধান কার্যালয়, কর্মী ব্যবস্থাপনা বিভাগ-৩ এর প্রশাসন পরিপত্র নং-০৩/২০০৬ তারিখ ০২-০১-২০০৬ এর ০২নং ক্রমিকে বর্ণিত বিষয়মতে কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে হিউম্যান রিসোর্স ম্যাজেনমেন্ট ডিপার্টমেন্ট-২ এর উপ-মহাব্যবস্থাপকের স্বাক্ষরে ৩০-০৫-২০১৯ তারিখে জারী করা হয় এবং অভিযুক্ত কর্মকর্তা ১৮-০৬-২০১৯ তারিখে শাস্তির আদেশ প্রাপ্ত হন।

বিভাগীয় শৃংখলাজনিত উপরিউক্ত মামলা দায়ের হইতে নিষ্পত্তি পর্যন্ত কার্যাদি বর্তমানে বলবৎ বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) চাকুরী প্রবিধানমালা, ২০০৮ এবং সংশ্লিষ্ট পরিপত্রের নির্দেশনা অনুসরণে সম্পন্ন করা হয়।

সে মোতাবেক প্রস্তাবটি পর্ষদ সভায় উপস্থাপন করা হয়। সভায় বিষয়টির উপর বিস্তারিত পর্যালোচনাপূর্বক নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ

জনাব মোঃ খলিলুর রহমান (কে-২৭৫), মুখ্য কর্মকর্তা (অবসরপ্রাপ্ত), বিকেবি, মুখ্য আঞ্চলিক কার্যালয়, শরিয়তপুর এর বিরুদ্ধে বিভাগীয় শৃংখলাজনিত মোকদ্দমা নং-১৬/২০১৭-১৮ এ ৪৯টি ঋণ কেস এর মধ্যে সম্পূর্ণ আদায়ের মাধ্যমে বন্ধ কৃত ০৭টি ঋণ কেস ব্যতিত অবশিষ্ট ৪২টি ঋণ কেসের কেস টু কেস ভিত্তিক আদায়ের সর্বশেষ হালনাগাদ তথ্য এবং এতদবিষয়ে বিকেবি, চিকন্দী শাখার বর্তমান ব্যবস্থাপকের মতামতসহ আপিল আবেদনটি পুনরায় পর্ষদ সভায় উপস্থাপন করতে হবে।

০২ নং অভিযোগ ।

স্মারক- ১৬৫৩/১৮-১১/৫১০

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক

চিকন্দী শাখা , শরীয়তপুর।

অভিযুক্ত ঃ মো: খলিলুর রহমান পদবী ঃ মুখ্য কর্মকর্তা কর্তৃক মঞ্জুর/বিতরন/সুপারিশকৃত ঋণ কেস সমূহের বিবরনী। "ছক"

৪৯ জন ঋণ গ্রহীতার [illegible] বিবরণী

ক্রমি নং-	ঋণ কে নম্বর ও ফলিও নম্বর	ঋণ গ্রহিতার নাম	মঞ্জুর/বিতরনকৃত ঋনের		ঋণ বিতরনের উদ্দেশ্য	সর্বশেষ ঋণ অদায়		মোট ঋণ আদায়ের পরিমান	বর্তমান স্থিতি		অনাদায়ী থাকার কারন	আদায়ের সম্ভাবনা কতটুকু	আদায়ের জন্য গৃহীত পদক্ষেপ
			পরিমান	তারিখ		তারিখ	পরিমান		মেয়াদোত্তীর্ন	অনাদায়ী			
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭	০৮	০৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
০১	৪০০/১২৫	লাল মিয়া খালাশী	১৩৫০০০	০৪-০২-১৫	কলা	১০-০৭-১৭	১৮৮৬৮০	১৮৯১৮০	হিঃ বন্ধ	হিঃ বন্ধ			নোটিশ প্রদান, ব্যক্তিগত তাগিদ ও মোবাইলে যোগাযোগ করা
০২	৪৩২/১২৫	জাফর খান	৯০০০০	১০-০২-১৫	কলা	০২-০৬-১৮	৫৪৩৭০	১২১৩৭০	হিঃ বন্ধ	হিঃ বন্ধ			নোটিশ প্রদান, ব্যক্তিগত তাগিদ ও মোবাইলে যোগাযোগ করা
০৩	২২৮/১২৭	ইকবাল মুন্সী	১১৫০০০	২১-০১-১৫	কলা	১৬-০৮-১৬	৩০০	৩০০	১৬২১৭৮	১৬২১৭৮	পুস:তফসিল,	সময় সাপেক্ষ,তাগিদের মাধ্যমে আদায় হতে পারে	নোটিশ প্রদান, ব্যক্তিগত তাগিদ ও মোবাইলে যোগাযোগ করা
০৪	২১৮/১২৭	আনাই মোল্লা	১২০০০০	২১-০১-১৫	কলা	১১-১০-১৫	১০০০	১০০০	১৬৮২৩০	১৬৮২৩০	পুস:তফসিল,	সময় সাপেক্ষ,তাগিদের মাধ্যমে আদায় হতে পারে	নোটিশ প্রদান, ব্যক্তিগত তাগিদ ও মোবাইলে যোগাযোগ করা
০৫	২৪৬/১২৭	রহমান মাদবর	১০০০০০	২৬-০১-১৫	কলা	০৮-০৪-১৮	৬০০০	৩৬৫০০	৯৯৭৬০	৯৯৭৬০	পুস:তফসিল	সময় সাপেক্ষ,তাগিদের মাধ্যমে আদায় হতে পারে	নোটিশ প্রদান, ব্যক্তিগত তাগিদ ও মোবাইলে যোগাযোগ করা
০৬	২৬৮/১২৭	আক্কাস সরদার	১৩০০০০	২৮-০১-১৫	কলা	২৯-০২-১৬	১০০০	১০০০	১৭৯২৬৯	১৭৯২৬৯	পুস:তফসিল	সময় সাপেক্ষ,তাগিদের মাধ্যমে আদায় হতে পারে	নোটিশ প্রদান, ব্যক্তিগত তাগিদ ও মোবাইলে যোগাযোগ করা
০৭	২৭৮/১২৭	আকবর হাওঃ	১৫০০০০	২৮-০১-১৫	কলা	২৮-০১-১৯	৫০০	১৫০০	২০৮৮৪২	২০৮৮৪২	পুস:তফসিল	সময় সাপেক্ষ,তাগিদের মাধ্যমে আদায় হতে পারে	নোটিশ প্রদান, ব্যক্তিগত তাগিদ ও মোবাইলে যোগাযোগ করা
০৮	২৮৮/১২৭	তাজেল খা	৯০০০০	২৯-০১-১৫	কলা	১৪-০৬-১৬	৫০০	৫০০	১২৫৪৯৭	১২৫৪৯৭	পুস:তফসিল	সময় সাপেক্ষ,তাগিদের মাধ্যমে আদায় হতে পারে	নোটিশ প্রদান, ব্যক্তিগত তাগিদ ও মোবাইলে যোগাযোগ করা
০৯	৩৫৪/১২৭	জিহাদ শিকদার	১৪০০০০	১২-০২-১৫	কলা	০৪-১২-১৫	৫০০	৫০০	১৯৪৫৮২	১৯৪৫৮২	পুস:তফসিল	সময় সাপেক্ষ,তাগিদের মাধ্যমে আদায় হতে পারে	নোটিশ প্রদান, ব্যক্তিগত তাগিদ ও মোবাইলে যোগাযোগ করা
১০	৩৫৬/১২৭	জাভেদ শিকদার	১৪৫০০০	১২-০২-১৫	কলা	১৪-১০-১৫	৫০০	৫০০	২০১৬৮৯	২০১৬৮৯	পুস:তফসিল	সময় সাপেক্ষ,তাগিদের মাধ্যমে আদায় হতে পারে	নোটিশ প্রদান, ব্যক্তিগত তাগিদ ও মোবাইলে যোগাযোগ করা
১১	৩৬০/১২৭	রফিক শিকদার	২০০০০০	১২-০২-১৫	কলা	২৪-১২-১৭	২০৯৪৭৫	২৬৪৬৭৫	হিঃ বন্ধ	হিঃ বন্ধ			নোটিশ প্রদান, ব্যক্তিগত তাগিদ ও মোবাইলে যোগাযোগ করা
১২	৩৮০/১২৭	সেকান্দার সরদার	১৩০০০০	১৭-০২-১৫	কলা	২৯-০২-১৬	১০০০	১০০০	১৭৯৯৬৬	১৭৯৯৬৬	পুস:তফসিল	সময় সাপেক্ষ,তাগিদের মাধ্যমে আদায় হতে পারে	নোটিশ প্রদান, ব্যক্তিগত তাগিদ ও মোবাইলে যোগাযোগ করা
১৩	৩৮৬/১২৭	আনোয়ার হাওঃ	২০০০০০	১৭-০২-১৫	কলা	২২-০১-১৯	৫০০	২৫০০	২৭৬৭৪০	২৭৬৭৪০	পুস:তফসিল	সময় সাপেক্ষ,তাগিদের মাধ্যমে আদায় হতে পারে	নোটিশ প্রদান, ব্যক্তিগত তাগিদ ও মোবাইলে যোগাযোগ করা
১৪	৪৯৬/১২৭	ইদ্রিস মোল্লা	১০০০০০	০৩-০৩-১৫	কলা	১৭-০৮-১৬	৫০০	৫০০	১৩৮৪১০	১৩৮৪১০	পুস:তফসিল	সময় সাপেক্ষ,তাগিদের মাধ্যমে আদায় হতে পারে	নোটিশ প্রদান, ব্যক্তিগত তাগিদ ও মোবাইলে যোগাযোগ করা
১৫	৫০/১২৮	হাসমত আলী মোল্লা	১০০০০০	০১-০৩-১৫	কলা	০৩-০৬-১৮	১৩৬১৮০	১৩৭৬৮০	হিঃ বন্ধ	হিঃ বন্ধ			নোটিশ প্রদান, ব্যক্তিগত তাগিদ ও মোবাইলে যোগাযোগ করা
১৬	৩৭০/১২৮	মোতাহার মোল্লা	১২৫০০০	১০-০৬-১৫	কলা	২৯-০৫-১৮	১৬৬৩০০	১৬৬৮৫০	হিঃ বন্ধ	হিঃ বন্ধ			নোটিশ প্রদান, ব্যক্তিগত তাগিদ ও মোবাইলে যোগাযোগ করা
১৭	২৮/১২৯	জামাল বেপারী	১০০০০০	১০-০৩-১৫	কলা	২৮-১১-১৮	১০০০	৪৫০০	১৩৪১৬২	১৩৪১৬২	পুস:তফসিল	সময় সাপেক্ষ,তাগিদের মাধ্যমে আদায় হতে পারে	নোটিশ প্রদান, ব্যক্তিগত তাগিদ ও মোবাইলে যোগাযোগ করা
১৮	৩২/১২৯	মিনাজদ্দিন হাওঃ	১৫০০০০	১০-০৩-১৫	কলা	২৬-০২-১৭	২০০০	৩০০০	২০৪৯১১	২০৪৯১১	পুস:তফসিল	সময় সাপেক্ষ,তাগিদের মাধ্যমে আদায় হতে পারে	নোটিশ প্রদান, ব্যক্তিগত তাগিদ ও মোবাইলে যোগাযোগ করা
১৯	৩৮/১২৯	রাজ্জাক হাওঃ	১১৫০০০	১০-০৩-১৫	কলা	১৪-০৮-১৬	৫০০	৫০০	১৫৯১৭৫	১৫৯১৭৫	পুস:তফসিল	সময় সাপেক্ষ,তাগিদের মাধ্যমে আদায় হতে পারে	নোটিশ প্রদান, ব্যক্তিগত তাগিদ ও মোবাইলে যোগাযোগ করা
২০	৪২/১২৯	শাহরিয়ার শিশির	১০৫০০০	১০-০৩-১৫	কলা	২২-০১-১৯	৫০০	৫০০০	১৪১৪৪৭	১৪১৪৪৭	পুস:তফসিল	সময় সাপেক্ষ,তাগিদের মাধ্যমে আদায় হতে পারে	নোটিশ প্রদান, ব্যক্তিগত তাগিদ ও মোবাইলে যোগাযোগ করা
২১	৫৬/১২৯	ওমর ফারুক	১১০০০০	১১-০৩-১৫	কলা	১৬-০৮-১৬	৩০০	৩০০	১৫২৪৫৭	১৫২৪৫৭	পুস:তফসিল	সময় সাপেক্ষ,তাগিদের মাধ্যমে আদায় হতে পারে	নোটিশ প্রদান, ব্যক্তিগত তাগিদ ও মোবাইলে যোগাযোগ করা
২২	৭৮/১২৯	কুদ্দুস মোল্লা	১০৫০০০	১৮-০৩-১৫	কলা	১৪-০৮-১৬	৩০০	৩০০	১৪৫৫০৫	১৪৫৫০৫	পুস:তফসিল	সময় সাপেক্ষ,তাগিদের মাধ্যমে আদায় হতে পারে	নোটিশ প্রদান, ব্যক্তিগত তাগিদ ও মোবাইলে যোগাযোগ করা
২৩	৯৪/১২৯	দানেছ মোল্লা	১৪০০০০	১৯-০৩-১৫	কলা	১৭-০৮-১৬	৫০০	৫০০	১৯৩৮৬১	১৯৩৮৬১	পুস:তফসিল	সময় সাপেক্ষ,তাগিদের মাধ্যমে আদায় হতে পারে	নোটিশ প্রদান, ব্যক্তিগত তাগিদ ও মোবাইলে যোগাযোগ করা
২৪	১১৬/১২৯	মকবুল ফকির	৯৫০০০	২৪-০৩-১৫	কলা	১৫-০১-১৯	১০০০	২২০০০	১০৯০২০	১০৯০২০	পুস:তফসিল	সময় সাপেক্ষ,তাগিদের মাধ্যমে আদায় হতে পারে	নোটিশ প্রদান, ব্যক্তিগত তাগিদ ও মোবাইলে যোগাযোগ করা

মোঃ সেলিম হোসেন
দ্বিতীয় কর্মকর্তা
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক
চিকন্দী শাখা।

মোঃ [illegible]
[illegible]
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক
চিকন্দী শাখা।

অভিযুক্ত ঃ মো: খলিলুর রহমান

পদবী ঃ মুখ্য কর্মকর্তা কর্তৃক মঞ্জুর/বিতরন/সুপারিশকৃত ঋণ কেস সমূহের বিবরনী। 02 নং অভিযোগ ।

ক্রমিক নং-	ঋণ কেই নম্বর ও ফলিও নম্বর	ঋণ গ্রহিতার নাম	মঞ্জুর/বিতরনকৃত ঋনের		ঋণ বিতরনের	সর্বশেষ ঋণ অদায়		মোট ঋণ আদায়ের পরিমান	বর্তমান স্থিতি		অনাদায়ী থাকার কারন	আদায়ের সম্ভাবনা কতটুকু	আদায়ের জন্য গৃহীত পদক্ষেপ
			পরিমান	তারিখ		তারিখ	পরিমান		মেয়াদোত্তীর্ন	অনাদায়ী			
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭	০৮	০৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
২৫	১২০/১২৯	ছাত্তার মাদবর	১৩০০০০	২৪-০৩-১৫	কলা	০২-০২-১৭	৫০০০০	৫০৫০০	১২৪৪৬৫	১২৪৪৬৫	পুস:তফসিল	সময় সাপেক্ষ,তাগিদের মাধ্যমে আদায় হতে পারে	নোটিশ প্রদান, ব্যক্তিগত তাগিদ ও মোবাইলে যোগাযোগ করা
২৬	১২২/১২৯	নুরুল হক মাদবর	১১০০০০	২৪-০৩-১৫	কলা	১৭-০৮-১৬	৩০০	৩০০	১৫১৭৭৩	১৫১৭৭৩	পুস:তফসিল	সময় সাপেক্ষ,তাগিদের মাধ্যমে আদায় হতে পারে	নোটিশ প্রদান, ব্যক্তিগত তাগিদ
২৭	১২৪/১২৯	বিল্লাল তালুকদার	১৪৫০০০	২৪-০৩-১৫	কলা	১৩/১২*/১৫	১০০০	১০০০	১৯৯১৮০	১৯৯১৮০	পুস:তফসিল,	সময় সাপেক্ষ,তাগিদের মাধ্যমে আদায় হতে পারে	নোটিশ প্রদান, ব্যক্তিগত তাগিদ
২৮	১২৬/১২৯	কাশেম মোল্লা	১৫০০০০	২৪-০৩-১৫	কলা	১৪-০৮-১৬	৫০০	৫০০	২০৬১৭৪	২০৬১৭৪	পুস:তফসিল,	সময় সাপেক্ষ,তাগিদের মাধ্যমে আদায় হতে পারে	নোটিশ প্রদান, ব্যক্তিগত তাগিদ
২৯	১৩৪/১২৯	আজিবর মাদবর	১৫০০০০	২৫-০৩-১৫	কলা	২৯-০২-১৬	১০০০	১০০০	২০৫৮৩৮	২০৫৮৩৮	পুস:তফসিল	সময় সাপেক্ষ,তাগিদের মাধ্যমে আদায় হতে পারে	নোটিশ প্রদান, ব্যক্তিগত তাগিদ
৩০	১৫৬/১২৯	কালাম মোল্লা	১৫০০০০	৩১-০৩-১৫	কলা	২২-০১-১৯	১০০০	৬০০০	২১০৭৮৯	২১০৭৮৯	পুস:তফসিল	সময় সাপেক্ষ,তাগিদের মাধ্যমে আদায় হতে পারে	নোটিশ প্রদান, ব্যক্তিগত তাগিদ
৩১	১৬৪/১২৯	শাহজাহান মাদবর	১৩৫০০০০	৩১-০৩-১৫	কলা	১৬-১০-১৮	১০০০	২০০০	১৮৩৭৬৯	১৮৩৭৬৯	পুস:তফসিল	সময় সাপেক্ষ,তাগিদের মাধ্যমে আদায় হতে পারে	নোটিশ প্রদান, ব্যক্তিগত তাগিদ
৩২	১৬৬/১২৯	ইসাহাক বেপারী	১০০০০০	৩১-০৩-১৫	কলা	১৩-০৩-১৬	১০০০	১০০০	১৩৬৭৯৫	১৩৬৭৯৫	পুস:তফসিল	সময় সাপেক্ষ,তাগিদের মাধ্যমে আদায় হতে পারে	নোটিশ প্রদান, ব্যক্তিগত তাগিদ
৩৩	১৭০/১২৯	চান্দু খা	১৪০০০০	৩১-০৩-১৫	কলা	১৭-০৮-১৬	৫০০	৫০০	১৯২৭১৬	১৯২৭০২	পুস:তফসিল	সময় সাপেক্ষ,তাগিদের মাধ্যমে আদায় হতে পারে	নোটিশ প্রদান, ব্যক্তিগত তাগিদ
৩৪	১৮২/১২৯	সম্রাট হাওঃ	১২০০০০	০১-০৪-১৫	কলা	২১-০৯-১৫	১০০০	১০০০	১৬৪১৫০	১৬৪১৫০	পুস:তফসিল	সময় সাপেক্ষ,তাগিদের মাধ্যমে আদায় হতে পারে	নোটিশ প্রদান, ব্যক্তিগত তাগিদ
৩৫	১৮৮/১২৯	বোরহান তালুকদার	৯০০০০	০৭-০৪-১৫	কলা	০১-১০-১৫	৫০০	৫০০	১২৩৪৭৮	১২৩৪৭৮	পুস:তফসিল	সময় সাপেক্ষ,তাগিদের মাধ্যমে আদায় হতে পারে	নোটিশ প্রদান, ব্যক্তিগত তাগিদ
৩৬	১৯০/১২৯	মাহবুব খালাশী	১৫০০০০	০৮-০৪-১৫	কলা	২৯-০২-১৬	১০০০	১০০০	২০৫৪৪৭	২০৫৪৪৭	পুস:তফসিল	সময় সাপেক্ষ,তাগিদের মাধ্যমে আদায় হতে পারে	নোটিশ প্রদান, ব্যক্তিগত তাগিদ
৩৭	২০৪/১২৯	শহিদুল ইসলাম	৭০০০০	০৯-০৪-১৫	কলা	২০-০৪-১৭	৯০০	১০০০০	৮৫৩৯৩	৮৫৩৯৩	পুস:তফসিল	সময় সাপেক্ষ,তাগিদের মাধ্যমে আদায় হতে পারে	নোটিশ প্রদান, ব্যক্তিগত তাগিদ
৩৮	২১২/১২৯	মজিবর মৃধা	১১০০০০	১২-০৪-১৫	কলা	০১-০১-১৭	১০০০০	১০৫০০	১৪০২০৩	১৪০২০৩	পুস:তফসিল	সময় সাপেক্ষ,তাগিদের মাধ্যমে আদায় হতে পারে	নোটিশ প্রদান, ব্যক্তিগত তাগিদ
৩৯	২১৪/১২৯	ইদ্রিস মাদবর	১১০০০০	১২-০৪-১৫	কলা	২২-০১-১৯	৫০০০	৫৩০০	১৪৬৩৩৩	১৪৬৩৩৩	পুস:তফসিল	সময় সাপেক্ষ,তাগিদের মাধ্যমে আদায় হতে পারে	নোটিশ প্রদান, ব্যক্তিগত তাগিদ
৪০	২২৬/১২৯	মুলফত শিকদার	৬০০০০	১৩-০৪-১৫	কলা	১৯-০২-১৯	৩০০	৩০০	৮২৪৯৩	৮২৪৯৩	পুস:তফসিল	সময় সাপেক্ষ,তাগিদের মাধ্যমে আদায় হতে পারে	নোটিশ প্রদান, ব্যক্তিগত তাগিদ
৪১	২৩৪/১২৯	আক্তার হাওঃ	৯৫০০০	১৫-০৪-১৫	কলা	২৯-০২-১৬	১০০০	২০০০	১২৮১৭১	১২৮১৭১	পুস:তফসিল	সময় সাপেক্ষ,তাগিদের মাধ্যমে আদায় হতে পারে	নোটিশ প্রদান, ব্যক্তিগত তাগিদ
৪২	২৪২/১২৯	রহিম মহলদার	৭০০০০	৬০-০৪-১৫	কলা	২৬-১২-১৭	৫০০০	৭০০০	৮৮৭৭০	৮৮৭৭০	পুস:তফসিল	সময় সাপেক্ষ,তাগিদের মাধ্যমে আদায় হতে পারে	নোটিশ প্রদান, ব্যক্তিগত তাগিদ
৪৩	২৪৬/১২৯	সোহরাব খান	৭০০০০	১৯-০৪-১৫	কলা	০৯-০৪-১৭	১৪০০০	১৪০০০	৮১১২৬	৮১১২৬	পুস:তফসিল	সময় সাপেক্ষ,তাগিদের মাধ্যমে আদায় হতে পারে	নোটিশ প্রদান, ব্যক্তিগত তাগিদ
৪৪	২৭৪/১২৯	মিজান শিকদার	১০০০০০	২৩-০৪-১৫	কলা	২৪-১০-১৬	৫০০	১১৮০৬০	হিঃ বন্ধ	হিঃ বন্ধ			নোটিশ প্রদান, ব্যক্তিগত তাগিদ
৪৫	২৮৮/১২৯	নুর হোসেন মোল্লাহ	১১০০০০	২৯-০৪-১৫	কলা	২০-১২-১৫	১০০০	১০০০	১৪৯২০৬	১৪৯২০৬	পুস:তফসিল	সময় সাপেক্ষ,তাগিদের মাধ্যমে আদায় হতে পারে	নোটিশ প্রদান, ব্যক্তিগত তাগিদ
৪৬	২৯০/১২৯	রাজ্জাক মাদবর	১১০০০০	২৯-০৪-১৫	কলা	৩০-০৯-১৫	১০০০	১০০০	১৪৯২২৬	১৪৯২২৬	পুস:তফসিল	সময় সাপেক্ষ,তাগিদের মাধ্যমে আদায় হতে পারে	নোটিশ প্রদান, ব্যক্তিগত তাগিদ
৪৭	৩৩০/১২৯	ইদ্রিস খান	১৫০০০০	০৭-০৫-১৫	কলা	০৪-১০-১৫	১০০০	১০০০	২০৩০৩৮	২০৩০৩৮	পুস:তফসিল	সময় সাপেক্ষ,তাগিদের মাধ্যমে আদায় হতে পারে	নোটিশ প্রদান, ব্যক্তিগত তাগিদ
৪৮	৩৪০/১২৯	ইয়াজল মোল্লা	১৩৫০০০	০৭-০৫-১৫	কলা	০৫-১০-১৫	১০০০	১০০০	১৮২৩৩৬	১৮২৩৩৬	পুস:তফসিল	সময় সাপেক্ষ,তাগিদের মাধ্যমে আদায় হতে পারে	নোটিশ প্রদান, ব্যক্তিগত তাগিদ
৪৯	৩৫০/১২৯	ইমাম হোসেন সরদার	৯০০০০	১২-০৫-১৫	কলা	১৭-০১-১৯	১০০০	১০০০	১২১৪৯২	১২১৪৯২	পুস:তফসিল	সময় সাপেক্ষ,তাগিদের মাধ্যমে আদায় হতে পারে	নাটিশ প্রদান, ব্যক্তিগত তাগিদ ও

৫৮,৪০,০০০/-

৯০,৯৮,৭৭৮/-

মোঃ সেলিম রেজা
দ্বিতীয় মর্যকর্তা
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক
টিকেন্দী শাখা।

৬৮,৬৮,০৪৮/-

মোঃ নাসিরুল ইসলাম
ব্যবস্থাপক (মুখ্য কর্মকর্তা)
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক
টিকেন্দী শাখা।